ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-204 ■ 5 May, 2025 ■ আগরতলা ৫ মে, ২০২৫ ইং ■ ২১ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বর্ষার আগেই স্মার্ট সিটির কাজ শেষ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। আগরতলা পুর নিগমের অধীন আট নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। রবিবার তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন ১৬, ২০ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজ।

পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য করেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে চলা একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পে নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছে। তিনি সমস্যা সমাধানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং পুর নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই স্মার্ট সিটির কাজ শেষ করতে হবে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি কভার ড্রেন-এর কাজ তদারকি করেন এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি শান্তিপাড়ার একটি পুরনো পুকুর সংস্কারেরও নির্দেশ দেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে।

মেয়রকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ও কোর্ডিনেশনের কিছুটা অভাব রয়েছে। কাজ করার ক্ষেত্রে দপ্তরগুলির মধ্যে কো অর্ডিনেশন বাড়ানোর উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কো-অর্ডিনেশন বৃদ্ধি করা হলে কাজের গতি আরো বাড়বে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিকদের ওপরে প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্ষার আগেই ড্রেন নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে কিছু কিছু এলাকায় কাজ শেষ নাও হতে পারে। তবে কাজ বন্ধ করা হবে না। রাজ্য সরকার এবং আগরতলা পুরনিগমের মূল লক্ষ্যই হলো আগরতলা শহর এলাকাকে বানভাসি অবস্থা থেকে রক্ষা করা। এজন্য আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। ড্রেন নির্মাণ সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মুখ্যমন্ত্রী সকল অংশের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২৮শে প্রয়াত যোগগুরু শিবানন্দ মোদীর শোক

বারাণসী, ৪ মে ।। পদ্মশ্রী যোগগুরু স্বামী শিবানন্দ প্রয়াত হয়েছেন বারাণসীতে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ১২৮ বছর, এমনটাই দাবি তাঁর শিষ্যদের। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতার কারণে গত ৩০ এপ্রিল তাঁকে বারাণসীর বিইচইউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ রাখা হয়েছে কাবীরনগর কলোনিতে তাঁর নিজ বাসভবনে, যেখানে সাধারণ মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন। শিষ্যরা জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করে এক্স-এ লেখেন, 'যোগ অনুশীলনকারী ও কাশীর বাসিন্দা শিবানন্দ বাবাজীর প্রয়াণের খবরে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর যোগ ও সাধনায় নিবেদিত জীবন দেশের প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। সমাজের সেবায় যোগের মাধ্যমে অবদানের জন্য তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। শিবানন্দ বাবার শিবলোক গমন কাশীর সমস্ত বাসিন্দা এবং তাঁর অসংখ্য অনুগামীর জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই শোকের মুহূর্তে আমি তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।'

১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট, বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় জন্ম হয় বাবা শিবানন্দের। মাত্র ছয় বছর বয়সে দারিদ্র্য ও অনাহারে তিনি তাঁর পিতামাতাকে হারান। এরপর থেকেই এক কঠোর ও সংযমিত জীবনযাপন শুরু করেন তিনি। অর্ধভোজন, সুশৃঙ্খল রুটিন, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। ওঙ্কারানন্দ নামক এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে এসে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জীবনদর্শন লাভ করেন।

২০২২ সালে যোগ ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করে। শিষ্যরা বলেন, প্রতিদিন ভোর ৩টায় উঠে তিনি যোগচর্চা করতেন, নিজ হাতে নিজের সমস্ত কাজ করতেন। সেদ্ধ খাবার খেতেন এবং খাটে নয়, মাটির চাটাইয়েই বিশ্রাম নিতেন।

পিএম সূর্য ঘর যোজনার সুফল

সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ৭০ জন গ্রাহক ৩০ হাজার ৯০২ টাকা উপার্জন করেছেন ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ত্রিপুরায় ৭০ জন গ্রাহক ৩০ হাজার ৯০২ টাকা উপার্জন করেছেন। পিএম সূর্য ঘর যোজনার সুফল এভাবেই তুলে ধরেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দাবি, ওই যোজনায় ভর্তুকিতে সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা উপকৃত হচ্ছেন। তাতে, তাঁদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে খরচ যেমন কমছে, তেমনি বিদ্যুৎ বিক্রি করে উপার্জনও হচ্ছে। এর সুফল স্বয়ং বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিজেও পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিদ্যুৎ অপরিহার্য, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ, আধুনিক পৃথিবী এবং মানুষের জীবন বিদ্যুৎ ছাড়া সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদ্যুৎকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রতন লাল নাথের বক্তব্য, জল, বায়ু, কয়লা, গ্যাস এবং সৌর শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ত্রিপুরায় বিশেষ করে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু, গ্যাসের মজুদ ক্রমশ কমছে। ফলে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে সৌর বিদ্যুতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ মন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় পালাটানায় ৭২৬ মেগা ওয়াটের বদলে ৫২০ মেগা ওয়াট, মনারচকে ১০১ মেগা ওয়াটের বদলে ৬০ মেগা ওয়াট এবং আর সি নগরে ১৩৫ মেগা ওয়াটের বদলে ৮০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উতাদিত হচ্ছে। কারণ, প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাব দেখা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উতাদনের সম্ভাবনা নেই। কারণ, গত বছর বন্যায় গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে, সৌর বিদ্যুত উতাদনের মাধ্যমে ঘাটতি মেটানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, পিএম সূর্য ঘর যোজনার মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ উতাদনে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, ইতিমধ্যে ওই যোজনায় সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে বিদ্যুতের খরচ শূন্যে নামিয়ে আনার পাশাপাশি ৭০ জন গ্রাহক ৩০ হাজার ৯০২ টাকা উপার্জন করেছেন। তাঁর দাবি, ওই যোজনায় সোলার প্ল্যান্ট বসাতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। ২০২৭ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ওই ভর্তুকি প্রদান চালু থাকবে।

তাঁর কথায়, বাড়ির ছাদে কিংবা খোলা জায়গায় ওই সোলার প্ল্যান্ট সহজেই বসানো যাবে। ১ কিলো ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্ল্যান্ট বসাতে এক জন গ্রাহকের ৬৫ থেকে ৭৫ হাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দপ্তরে অর্ধ লক্ষাধিক শূন্যপদ

মরুভূমিতে জল ছিটাচ্ছে সরকার অফার বিলি নিয়ে কটাক্ষ জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে অর্ধ লক্ষাধিক শূন্যপদ পড়ে থাকা সত্ত্বেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে নাএই অভিযোগ তুলে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। রোববার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সরকার মরুভূমিতে জল ছিটানোর মতো কিছু চাকরির অফার দিয়ে প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করছে।"

চৌধুরী দাবি করেন, সিপিআইএম দপ্তরের কর্মীরা কয়েকটি সরকারি দপ্তরের শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন, রাজ্যে অন্তত ৫০ হাজারেরও বেশি পদ ফাঁকা রয়েছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "যদি সব দপ্তরের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে এই সংখ্যা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।"

সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। গ্রুপ ডি-তে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের বহু ছেলে-মেয়ের চাকরি পাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "জাল পিআরটিসি ব্যবহার করে বাইরের রাজ্যের যুবকরা ত্রিপুরার চাকরি পাচ্ছে, অথচ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না। বেকারত্বের কারণে রাজ্যের যুবসমাজে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তারা সরকারের প্রতিশ্রুতিতে আর আস্থা রাখছে না।"

মর্মান্তিক!

সন্তানের ওষুধ কিনে ফেরার পথে মৃত্যু বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। আড়াই মাসের অসুস্থ সন্তানের জন্য ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক পিতা। মৃত ব্যক্তির নাম লিটন দেবনাথ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলার রানীরাজার এলাকায়।

জানা গেছে, নিজের অসুস্থ শিশুর জন্য ওষুধ কিনে স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন লিটন দেবনাথ। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে তার স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ঘটনাস্থলেই লিটন দেবনাথ গুরুতর আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুর থেকে উদ্ধার মৃতদেহ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৪ মে।। দুই সন্তানের বাবার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় সাতসকালে। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছেচরিমাই পঞ্চায়েত এলাকায়।

বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছেচড়িমাই পঞ্চায়েতের সিলোটিয়ামুড়া এলাকায় বসবাস করেন ৫০ বছরের নির্মল পাল(৫০)। দুই পুত্র নিয়ে অভাবের সংসার তার। যখন যে কাজ পেতেন সে কাজই করতেন বলে জানা গেছে। মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিদিনকার মতো গতকালও তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। প্রায় সময়ই রাতে আসতে দেরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৬০ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করেন না ঃ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরায় ৬০ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করেন না। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুতের বিল সংগ্রহের এই করুণ অবস্থার বিষয়টি জানালেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৮৩ জন বিদ্যুতের গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৫ জন সময় মতো বিল মিটিয়ে দেন।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, সরকারি সহায়তা ছাড়া বিদ্যুৎ নিগম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

কারণ, ৬০ শতাংশ গ্রাহক বিদ্যুতের বিল সময় মতো মিটিয়ে দেন না। তাঁদের বিল বছরের পর বছর বকেয়া থাকছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, তুলাশিখর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের অধিনে ১২৬২০ জন গ্রাহকের মধ্যে মধ্যে মাত্র ১১৩৫ জন সময় মতো বিল মিটিয়ে দেন।

একইভাবে, হেজামারায় ১৭২৭৩ জন গ্রাহকের মধ্যে ২২৩৫ জন, মুঙ্গিয়াকামিতে ৭৭৩৪ জন গ্রাহকের মধ্যে ১০০৫ জন, যতনবাড়িতে ১২২৪৪ জন গ্রাহকের মধ্যে ১৫৭৪ জন সময় মতো বিল মিটিয়ে দেন।

তিনি জানান, সারা রাজ্যের মধ্যে শুধু আগরতলায় বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনের অধিনে সবচেয়ে বেশি গ্রাহকরা সময় মতো বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে দেন।

তিনি জানান, বনমালিপুর বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশন ওয়ানের অধিনে ৭২ শতাংশ, বনামালিপুর বিদ্যুৎ সাব ডিভিশন টু-র অধিনে ৭৩.১৭ শতাংশ, আইজিএম ৭৪ শতাংশ, এছাড়া ভাংমুনে ৬৫.১৮ শতাংশ গ্রাহক সময় মতো বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে দেন।

তিনি জানান, গত এক বছরে বিদ্যুৎ চুরির ১০১৫টি ঘটনা, ১০৭৭৯টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন এবং ৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার টাকার ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, এখন সরকারি দফতরে বিদ্যুতের বিল বকেয়া নেই।

ফার্মাসিস্ট ছাড়াই চলছে অধিকাংশ ওষুধের দোকান, শান্তিরবাজারে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।। ফার্মাসিস্ট ছাড়াই চলছে শান্তির বাজারের অধিকাংশ ঔষধ দোকান। ঔষধ দোকান চালাতে গেলে একজন ফার্মাসিস্টের প্রয়োজন। এরই মধ্যে দেখা যায় শান্তিরবাজারের অধিকাংশ দোকান ফার্মাসিস্ট ছাড়াই চলছে। ফার্মাসিস্টের একটি সার্টিফিকেট দিয়ে দোকান পরিচালনা করা হচ্ছে কিন্তু ফার্মাসিস্ট নেই। সাধারন লোকজন সকলকে ঔষধ নিচ্ছে সেখান থেকে। দোকানদাররা ডাক্তারের দেওয়া ঔষধগুলি সঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা না নিজেদের মন গড়া বিভিন্ন কোম্পানির ঔষধ দিয়ে দিচ্ছে তা বোঝার উপায় নেই। শান্তির বাজারে প্রতিটি ঔষধ দোকানে কয়েকজন কর্মচারী রয়েছে। সকল কর্মচারীরা বিগত দিনে অন্যকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করতো আবার কেউ অটো চালাতো। এখন এইসকল লোকজন ঔষধ দোকানে থেকে রুগিদের ঔষধ দিচ্ছে। এছাড়া দেখা যায় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় যে সকল ঔষধ দোকান রাত্রিবেলায় খোলা রাখার কথা থাকে উনারা সঠিকভাবে দোকান খোলা রাখেনা। জেলা হাসপাতালে রাত্রি বেলায় ইমারজেন্সিতে আগত রুগিরা সঠিকভাবে ঔষধ পাননা। এমনটাই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। শনিবার রাত্রিবেলায় জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রশান্ত মজুমদারের ঔষধ দোকান (মনি মেডিকেল হল) খোলা রাখার কথা থাকলেও উনারা দোকান বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেন, এমনটাই দেখা যায়।

অপরদিকে রাত্রিবেলায় যতটুকু সময়ে ঔষধ দেওয়ার জন্য লোক রাখা হয়েছে তিনি ফার্মাসিস্ট নন। তিনি নিজ মুনাফার জন্য রুগিদের ডাক্তারের লেখা ঔষধ না দিয়ে নিজের মনগড়া ঔষধ প্রদান করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে করে লোকজনেরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। সকলে চাইছে স্বাস্থ্য দপ্তর যেন এই বিষয়ে সঠিকভাবে নজর দেন। এখন দেখার বিষয় মনি মেডিকেল হলের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য যেসকল ঔষধ দোকান ফার্মাসিস্ট ছাড়া চলছে তাদের বিরুদ্ধে প্রসাশন কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী অপহরণ ঘিরে শহরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। শহরের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে অপহরণ করা হল এক ব্যবসায়ীকে। পরে সীমান্ত এলাকার এক প্রান্ত থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম রূপনাথ ভূঁইয়া। তিনি আগরতলার ধলেশ্বর ওয়াটার সাপ্লাই এলাকায় বসবাস করেন এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে একটি দোকান পরিচালনা করেন।

অপহরণের অভিযোগ উঠেছে বিকাশ সরকার ও পলাশ সরকারের বিরুদ্ধে। রূপনাথ ভূঁইয়ার স্ত্রী জানান, এই বিষয়ে তারা পুলিশকে অবগত করেছেন। পুলিশ তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে তাদের।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই এই অপহরণ। আক্রান্তের স্ত্রী এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সাঁকোই ভরসা

পারাপারের একমাত্র অবলম্বন দেওড়াছড়া গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। গৌরনগর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজের দুই নম্বর ওয়ার্ডের কলোনি পাড়া এলাকার বাসিন্দারা আজও আধুনিক পরিকাঠামোর মুখ দেখেননি। ১৯৮৪ সাল থেকে এই গ্রামে রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করলেও এখনও পর্য্যন্ত একটি রাস্তা, স্টিল ব্রিজ বা কালভার্ট তৈরি হয়নি।

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে এলাকাবাসীরা বাঁশের তৈরি সাঁকো দিয়ে প্রতিদিন ছড়া পারাপার করেন। একটু অসতর্ক হলেই ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। গত ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুর্ভোগের চিত্র আরও স্পষ্ট হয়। খবর পেয়েও দমকল বাহিনী সময়মতো পৌঁছতে পারেনি রাস্তা না থাকার কারণে। তিনটি ঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়।

এলাকায় বর্তমানে ১৫টি পরিবারের প্রায় ৭০ জন মানুষ বসবাস করেন। কৃষিকাজই তাদের একমাত্র জীবিকা। তবে পানীয় জলের ব্যবস্থাও আজও সঠিকভাবে হয়নি।

এই উপেক্ষার প্রতিবাদে ক্ষোভ জমছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। তারা চাইছেন অবিলম্বে সড়ক, সেতু এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বাঁচতে পারেন।

জাগরণ
আগরতলা, ৫ এপ্রিল, ২০২৫ ইং
২১ বৈশাখ, সোমবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাশ্চাত্যের 'জ্ঞানবাণী'র পালটা

ভারত সরকার কারো কোন উপদেশ নিতে চায় না। শুধুমাত্র সহযোগিতা চায়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পহেলগামে পর্যটকদের উপর হামলার ঘটনা ভারত সরকার কোনভাবেই মানিয়া নেবে না। এর যোগ্য জবাব দিতে ভারত প্রস্তুত রহিয়াছে। অহেতুক এইসব বিষয়ে নাক না গলাইবার জন্য বিশ্বের শক্তিশালী দেশ গুলি কেউ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে ভারত। শান্তির দূত হইয়া ওঠা পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে কার্যত সেটাই বুঝাইয়ায়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর! স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বকে বার্তা দিলেন, "কোনও উপদেশদাতা চাই না, সঙ্গী চাই। পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৮ পর্যটকের মৃত্যুতে ফুঁসছে গোটা দেশ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বদলার হুঁশিয়ারি দিয়াছে ভারত। দুই দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা প্রশমিত করিতে আলোচনার মাধ্যমে শান্তির বার্তা দিয়াছে আমেরিকা, রাশিয়ার মতো দেশগুলি। ইউরোপের একাধিক দেশও উত্তেজনা প্রশমনের পরামর্শ দিয়াছে। এই আবহেই রবিবার আর্কটিক সার্কেল ইন্ডিয়া ফোরামের আলোচনায় অংশ নিয়ে এই ইস্যুতে মুখ খোলেন জয়শংকর। তিনি বলেন, "ভারত কোনও উপদেশদাতা চায় না, সঙ্গী চায়। বিশেষ করে সেই উপদেশদাতাকে একেবারেই চায় না, যারা ঘরে একরকম ও বাইরে আর একরকম। জয়শংকর বলেন, ভারত এমন দেশগুলির সঙ্গে কাজ করিতে চায় যারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বিশ্বাস করে। একইসঙ্গে ইউরোপকে কটাক্ষ করিয়া বলেন, কিছু ইউরোপীয় দেশগুলি এখনও তাহাদের মূল্যবোধ ও কাজের ধরন নিয়া লড়াই করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যখন বিশ্বের দিকে তাকাই তখন উপদেশদাতা নয়, অংশীদার খুঁজি। মুখোশধারীদের নয়, ভারত তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে আগ্রহী যাহারা সৎ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে আঙুল তুলিয়া তিনি বলেন, ইউরোপের কিছু দেশের এই সমস্যা রহিয়াছে। সফল অংশীদারিত্বের জন্য একে অপরের চাহিদা ও আগ্রহকে বুঝিতে হইবে, সমস্যায় পাশে দাঁড়াইতে হইবে। বিদেশমন্ত্রী সামগ্রিক কূটনৈতিক আঙ্গিক থেকে এই বার্তা দিলেও সাম্প্রতিক পহেলগাঁও সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষিতে তাঁহার এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-পাক দুই দেশের মধ্যে চরম উত্তেজনার মাঝে দুই দেশকে সংযত হওয়ার বার্তা দিয়াছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। অনুরোধ করিয়াছেন, আলোচনার মাধ্যমে যাহাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নও কূটনৈতিক পথে শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা দিয়াছে ভারত ও পাকিস্তানকে। এবার রাশিয়া সেই পথে হাটাইয়াছে। যদিও ২০২২ সাল থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে রাশিয়া। আমেরিকার অতীত সম্পর্কে গোটা বিশ্ব অবগত। ইউরোপের দেশগুলির সুবিধাবাদী মানসিকতা নিয়া জয়শংকর আগেই বার্তা দিয়াছিলেন, 'ইউরোপের সমস্যা গোটা বিশ্বের সমস্যা অথচ অন্যদের সমস্যা ইউরোপের সমস্যা নয়।' ইউরোপের সেই মানসিকতা আবারও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে। ভারত-পাক যুদ্ধ আবহে পাশ্চাত্যের দেশগুলির শান্তির পরামর্শকে 'সোনার পাথরবাটি' বলিয়া মনে করিতেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

রাষ্ট্রপতি ভবনে আঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক স্বাগত, ভারত-আঙ্গোলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হওয়ার আশা

নয়াদিল্লি, ৪ মে: আজ সকালেই ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও ম্যানুয়েল গঞ্জালভেস লরেন্সো-কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর অভ্যর্থনা জানান।

এই সফরকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রপতি লরেন্সো সাংবাদিকদের জানান, "৩৮ বছর পর আঙ্গোলার কোনও রাষ্ট্রপতির প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর এটি। এটি আঙ্গোলার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং ভারত-আঙ্গোলা বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি সুযোগ।" তিনি ভারতের জনগণের আতিথেয়তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি লরেন্সো রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তাঁর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। বৈঠকের পর বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল নিয়ে এসেছেন, যার মধ্যে রয়েছেন মন্ত্রিসভার সদস্য, শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া প্রতিনিধি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, রাষ্ট্রপতি লরেন্সোর সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠক করবেন এবং তাঁর সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজ আয়োজন করবেন। এছাড়া, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা-ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন ভারত ও আঙ্গোলা কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। কাল রাষ্ট্রপতি লরেন্সো নয়াদিল্লিতে একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে অংশ নেবেন, যার উদ্দেশ্য দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩-২৪ সালে ভারত-আঙ্গোলা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সহযোগিতা সহ অন্যান্য খাতেও পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে। পাশাপাশি, দুই দেশ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে একে অপরকে সমর্থন করে চলেছে।

ওয়েভস শিখর সম্মেলনে আইআইসিটি-র সঙ্গে গুগল, মেটা-সহ সাতটি বিশ্ববিখ্যাত সংস্থার সমঝোতা স্মারক; ভারতে মিডিয়া ও বিনোদন খাতে বৈশ্বিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা: অশ্বিনী বৈষ্ণব

মুম্বই, ৪ মে: মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েভস শিখর সম্মেলন ২০২৫-এর এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, গুগল, মেটা ও মাইক্রোসফট-সহ সাতটি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা ভারতের নতুন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি (আইআইসিটি)-র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (ঞ্চদ্রড্ড) স্বাক্ষর করেছে।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, ভারত আগামী দিনে মিডিয়া ও বিনোদন জগতে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। তাঁর কথায়, "অনেক বৈশ্বিক সংস্থাই ভারতের সঙ্গে এই খাতে কাজ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে।"

মুম্বইতে ৪০০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে গঠিত হতে চলেছে এই আইআইসিটি। মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠান আগামী দিনে আইআইটি এবং আইআইএম-এর সমতুল্য মর্যাদা পাবে। আইআইসিটি-কে এনিমেশন, ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস, গেমিং এবং কমিকস (ঞ্জওঙ্খ) ক্ষেত্রে জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি জানান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগন এবং মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজুও।

"পিতৃ-মাতৃহীন শৈশব"

ডঃ প্রনব সেনগুপ্ত (আইন জীবি)

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রোববার সকাল। ছুটির দিন। ঘরের সামনে একটি কাঠের চেয়ার নিয়ে হাতে বদ্ধ বই বাইরের দিকে একপলকে তাকিয়ে বসেছিল সুমন, অন্যান্য সময় অনেক সাথীরা থাকে, কথা বলে, খেলাধুলা করে সময় কাটানো যায়, কিন্তু আজ সাথীরা কেউ নেই। এক মাসের ছুটিতে সবাই চলে গেছে। এই ঠিকানায় তো কম দিন হল না সুমনের। দেখতে দেখতে ৫টি বছর কেটে গেছে সরকারী আবাসস্থলে। তিন বৎসর বয়সে নরসিংগড় অনাথ শিশুদের আবাসস্থল 'আমাদের ঘর' এ আসা। দিন গড়িয়ে রাত কাটিয়ে সুমন আজ ৮ বৎসর বয়সের ছেলে। জীবন কখন কাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায় তা যেন ভাগ্যের হাতে সমর্পিত। যে শিশু বুঝল না কিছু, পেলনা মা-বাবার স্নেহ মমতা, ভাগ্য তার নামের পেছনে অনাথ শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে মেজাজ-মর্জি ভাল যাচ্ছে না সুমনের। কেবলই শরীরের অশান্তি দিনে রাতে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ওকে। শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় প্রচণ্ড ব্যাথা, সাথে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর।

নরসিংগড় প্রাইমারী চিকিৎসা কেন্দ্রের ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেছেন সুমনকে তারপরেও শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না দেখে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সুমনকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজধানী আগরতলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে শিশু বিভাগে, শুরু হয় নানাহ পরীক্ষা নিরিক্ষা, ডাক্তারবাবুদের অপত্য স্নেহ বর্ষিত হয় সুমনেরর উপর, রোগাক্রান্ত, শীর্ণকায় সুমন স্নেহের জোয়ারে ভেসে যায়। কিন্তু মাঝরাতে অনাথ সুমনের বুকফাটা কান্না তো আর চোখে দেখা যায় না। মনে হয় সেই বিখ্যাত পঙতি 'বণ্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' কিন্তু সুমন যে মাতৃহীন, নির্দয় বিধাতা শৈশবে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার মা, তার ও আগে কেড়ে নিয়েছে তার বাবাকে। কাকে বলবে সে তার মনের গোপন ব্যাথা, কোথায় জানাবে তার শৈশবের আবদার। হয়ত সাধারণ্যে না দেখা তার গোপন কথা মনের ভেতর কুঁড়ে কুড়ে তাকে খাচ্ছে তাই নিঃসঙ্গ ও চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। সাত দিন হাসপাতালের বিছানায় থেকে ডাক্তারবাবুদের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে সুমন তার সরকারী ঠিকানায় ফিরে আসে। মাতৃস্নেহের ঘাটতি তা তো থেকেই যায়, সে যে যত আদরই করুক না কেন। যদিও তার মতো অনাথ শিশু আরো আছে যারা তাকে ভাইয়ের মতো দেখে যেমন সবচেয়ে ছোট ৪ বৎসরের পৌষালী গোস্বামী তেমনি জয়ন্তী দেববর্মা কিন্তু তারপরেও একটি কথা থেকেই যায়, পৌষালী, জয়ন্তীদের মা আছে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ব্যাথা আনন্দ মায়েদের কাছে জানাতে পারে। মান, অভিমান করতে পারে কিন্তু সুমনের যে বলার কেউ নেই। অন্তর্যামী বিধাতা কি তা পরখ করেছেন? সুমন কিন্তু জীবন নিয়ে অলস বসে নেই, সে লেখাপড়া করে, স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে, মনের গোপন যন্ত্রণা নিঃশব্দে লুকিয়ে রেখে বইয়ের ভেতরে ডুবে থাকে, তার মনের গোপন ইচ্ছা আমি মানুষ হবো, নিজের পায়ে দাঁড়াব বাকী ভবিষ্যতই বলতে পারে। মাইক, গান বাজনা, উৎসব হুল্লোড়েও সুমন নির্বিকার। কারণ তার কাছে আনন্দটা ও যেন বিষাদ।

বৃষ্টির সাতসকালে সরকারী অনাথ শিশুদের আবাসস্থলের সামনেই দেখা যায় সুমন বই খাতা নিয়ে বসেছে, প্রশ্ন করতেই খুব ক্ষীণ স্বরে উত্তর আমার নাম সুমন দাস। কোন ক্লাসে পড়? তৃতীয় শ্রেণিতে, পাশে বসতেই ক্ষীণ হাসি দিয়ে বসতে বলল, আবগ আপ্লুত চেহারা নিয়ে বড্ড কষ্টে মুখ থেকে দুঃখের ছাপ ঘুচিয়ে ভদ্র শান্ত ব্যবহারে পাশে এসে দাড়াল, বাবা কি করেন, মৃদু কণ্ঠে উত্তর- আমার বাবা নেই। তাহলে তুমি এখানে কিভাবে এলে, উত্তর এলো, আমার এক আত্মীয় আমাকে এখানে এনে দিয়েছে। আমি তখন ছোট, পরে জেনেছি আমার তিন বছর বয়সে আমাকে এই আশ্রমে এনে দিয়েছিল। তখন থেকেই আমি এখানে আছি। তুমি কখনো ছুটি যাও না, কোথায় যাব, কে নেবে, ভাবলেশহীন তার অকপট উত্তর। বাবাকে দেখেছো, সুমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে, আস্তে করে উত্তর দিল- না, আমি বাবাকে দেখিনি। শুনেছি আমার বাবার নাম সুকুমার দাস। সুমন পৃথিবীর আলো দেখার আগেই তার বাবা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে, সে যে নিছক দুর্ঘটনা। ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে সুমন তার একমাত্র সম্বল মায়ের বুক চেপেই বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু কে জানে, কেন বিধাতা এত নিষ্ঠুর। তার শৈশবেই তার মা দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত। এমনিতে স্বামীহীনা, কঠিন দারিদ্রতা, পেট বাঁচানোই যেখানে দায় সেখানে চিকিৎসা তো দুরুহ ব্যাপার। এই দুরাবস্থায় যন্ত্রণা বুকে চেপেই মা কোলের শিশুকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সরকারী অনাথ শিশু আশ্রমে পাঠিয়ে দেয় অন্তত আমার ছেলেটা বাঁচুক এই বলে। সুমনের জন্য খাদ্য, পোষাক, লেখাপড়া, স্বাস্থ্য সরকারী বিধি বিধান অনুসারে সবই আছে কিন্তু কোথায় পাবে সে মায়ে প্রকৃত স্নেহ। যে পায়নি পিতৃস্নেহ, দেখেনি বাবাকে, স্মৃতিকোঠরে রাখার জন্য দেখেনি বাবার ফটো। শুধু জেনেছে বাবার নাম জড়িয়ে ধরার স্বপ্নে আঁকড়ে ধরেছিল মায়ের বুক তাও ক্ষণস্থায়ী।

সুমনকে জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠে আমার মায়ের নাম ছিল সবিতা দাস। সুমনের চোখ ছলছল করে উঠে। দু-চোখ গড়িয়ে নিঃশব্দে বাঁকা ঠোঁটে জল নেমে আসছে। শৈশবটাই তার কাছে অন্ধকার, কালো যমদূতের হাতছানি, নিজেকে সামলে নেয় সুমন। শিশু অথচ যথেষ্ট বোধগম্যতা আছে সুমনের। স্নেহের ভিখারী।

আবেগঘন গলায় সুমন বলে উঠে, আমি কিছুই বুঝিনি, হঠাৎ দুপুরে আমি একা বসে আছি, দুর্গাপুজো, আমার মত ছোট ছেলে মেয়েরা পুজোতে আনন্দ করছে, আমি ভাবছি আমার মায়ের কথা। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম আমার মা সুস্থ হবে আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবো। মনে মনে ঠাকুরকে বলতাম ভগবান আমার মাকে সুস্থ করে দাও। কিন্তু না ভগবান আমার কথা পাত্তা দেয়নি, বরঞ্চ রাগ করে আমার মাকে নিয়ে গেছে। আমি শুনেছি আমার মা হাসপাতালে কিন্তু আমি তো ছোট কিভাবে মাকে গিয়ে দেখবো। মার সাথে আমার দেখাও হয়নি আর কথা বলাও হয়নি। আমি আমার মাকে ও খুঁজে পাইনি।

অষ্টমী পুজোর দিন সকালে আমাকে কোলে নিয়ে 'আমাদের ঘরের' (অর্থাৎ অনাথ শিশুআবাসে) কাকু বলে সুমন চলতোর মার শরীর বেশী খারাপ দেখে আসি। আমি ভাবি আমার মা হয়ত "সুমন" "সুমন" বলে ডাকছে। আমি মার কাছে যাবো ভেবে আত্মহারা হয়ে উঠি। ভাবি মার কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরব, বলব মা আমি তোমার কাছে থাকব, আমি তোমাকে ছেড়ে আর যাব না। এই ভাবতে ভাবতে অফিসের কাকুর কোলে করে গাড়ী দিয়ে রওয়ানা হই। কিন্তু না, মাকে তো দেখতে পাইনি। বলি কাকু মা কোথায়, দেখি কাকু কাঁদছে, কাকুর চোখে জল। কাকু আমাকে নিয়ে সোজা চলে আসে বটতলা শ্মশানে। এসে দেখি আমার মা শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে আর আমার মায়ের চিতা জ্বলছে, মাকে আমার আর স্পর্শ করা হয়নি। মা, বাবার মতো আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। সেই থেকে আমি পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ সুমন।

ভারত সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স, এক নতুন আলোর সন্ধান

শোভনলাল চক্রবর্তী

ভারত নিয়ে কি লিখেছিলেন কার্ল মার্ক্স, প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে যখন গোটা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজ চলছে? পড়তে বসলেই মনে হবে মার্ক্সকে না জানলে ভারতকে জানার খানিকটা অপূর্ণতা থেকেই যায়। পড়া শেষ হলে, একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয় যে ভারতীয়দের হয়ে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গলা ফাটানোর এক প্রথম হিম্মতওয়ালার নাম কার্ল মার্ক্স। ব্রিটিশ লন্ডনে বসে ব্রিটিশেরই মুণ্ডপাত, তাও আবার আন্তর্জাতিক মানের সব কাগজপত্রে এবং একদম চাঁচাছোলাভাবে। একেই তো বলে বুকে বসে দাড়ি ছেঁড়া। সেটা শুধু কার্ল মার্ক্সরাই পেরেছিলেন। ভারতের ইংরাজ শাসককে তিনি সরাসরি "হামলাদার", জানোয়ার বলে উল্লেখ করেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, তিনি যখন "ভারতে ব্রিটিশ শাসন। শিরোনামে লিখছেন সেই সময়কালটা ১৮৫৩। আর স্মরণযোগ্য যে, সেই সময় ভারতের জাতীয়স্তরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোনো রূপরেখাই গড়ে ওঠেনি।

ভারতের তৎকালীন ভূমি বন্দোবস্ত, সামন্তপ্রথার নানা বর্ণনা করেছেন মার্ক্স। কিভাবে ইংরাজের ভারত জয় ও ভারতীয়দের উপর নির্যাতন চলে, তাঁর লেখায় ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ করে গেছেন। তিনি এখানেই থেমে ছিলেন না। বৃহত্তর ভারতে ভূমি বন্দোবস্তের পরিবর্তনশীল নানা রীতি অধ্যয়নের সময় ঔপনিবেশিকতা, লুণ্ঠন এবং ভারতীয়দের দাসত্বকে গুছিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি একটা আস্ত বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। ১৬৬৪ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতের ঘটনাবলীর সন-তারিখ ধরে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যা প্রকাশিত হয়েছে "ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী" নামে। ভারত সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনার গভীরতা যে কত নিবিড় ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আর সেই সময় তিনি যা লিখেছেন, সমকালীন ভারতের কোনো লেখক তা করে উঠতে পারেননি। তাঁর কালপঞ্জী দেখিয়েছে কিভাবে নির্মম শাসনের ফলে ভারতে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। ভারতে ব্রিটিশসৃষ্ট ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব শোষণকেও পর্যালোচনা করেছেন মার্ক্স। তিনি লিখেছেন, ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বু রাজস্ব ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পাবলিক ওয়ার্কসটা একেবারেই অবহেলা টা করেছে। ব্রিটিশদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লা লুণ্ঠন, তা এখানে স্পষ্ট। মার্ক্স একের পর এক তথ্য দিয়ে কৃষকশোষণের চিত্রকে তুলে ধরেছেন, "রায়তরা কৃষকরা জনসংখ্যার ১১/১২ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় নব্বই শতাংশ; যেমন মাদ্রাজ, বোম্বাই তেমনি বাংলায় রায়তরা অসহ্য দুঃস্থ হয়ে পড়েছে। মোট রাজস্বের প্রায় তিন পঞ্চমাংশ আসে ভূমি থেকে, এক সপ্তমাংশ আফিম থেকে, এক নবমাংশের কিছু বেশি লবণ থেকে। এইগুলি থেকে একত্রে আসে মোট প্রাপ্তির শতকরা ৮৫ ভাগ। রাজস্বের মোট ভাগটা আসে জমি থেকে, ভারতের জন্য ব্যয়যোগ্য টাকাটার দুই তৃতীয়াংশ বা শতকরা ৬৬ ভাগ হল সামরিক খরচ আর পাবলিক ওয়ার্কস-এর খরচ মোট আয়ের শতকরা পৌনে তিন ভাগের বেশী নয়। অর্থাৎ ইংরাজ শোষণের নিষ্ঠুরতম শিকার ত্ব কৃষকদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত অর্থ ইংরেজ ব্যয় করত ঔপনিবেশিক যুদ্ধের জন্য। ভারতের ই জন্য থাকতো না বললেই চলে। মার্ক লিখছেন ভারতে ব্রিটিশ আয়ের প্রধান উৎস ছিল রাজস্ব শোষণ। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল নতুন ভূমি ব্যবস্থা। মার্কের্ লেখা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সমস্যা ছিল মূলত কৃষকদের সমস্যা। হস্ত-শিল্প ধ্বংস ও রাজস্ব শোষণ দুটোর ভুক্তভোগী ছিল কৃষক। ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার সারবস্তু তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে জমিদারি, রায়তওয়ারি, ও গ্রামব্যবস্থা এই তিনটে ধরনই হলো কোম্পানির হাতে রাজস্ব শোষণের বিভিন্ন উপায়মাত্র। জমিদারি ও রায়তওয়ারি-দুটোই ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারি হুকুমে কার্যকরী।

ইংরেজরা পাঁচসালা, দশসালা বন্দোবস্তে চরম বিদ্রোহের সম্মুখিন হয়েছিল। পরে বাধ্য হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে। মার্ক লিখেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল, তারা ছিল সমাজের পরগাছা। বাংলায় কৃষকসম্প্রদায় এই জমিদার ও এক সারি মধ্যস্বত্বভোগীর শোষণের জাঁতাকলে ছিল নিষ্পেষিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহাজনের শোষণ। এই মহাজনী শোষণ শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতে কৃষকদের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলত'। মার্ক্স এ প্রশ্নে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণকে প্রগাঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে ইংরেজের দালাল বণিক শ্রেণিই জমিদাররূপী জোঁকে পরিণত হয়েছিল, তাও তাঁর বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে। তিনি লিখেছেন, আদি জমিদার শ্রেণি কোম্পানির চাপে অচিরেই অন্তর্হিত হয় এবং তার জায়গা নেয় ব্যবসায়ী ফাটকাবাজেরা। সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে দেওয়া মহাল ছাড়া বাংলার সমস্ত জমি এখন এদের হাতে। এই সব ফাটকাবাজেরা আবার পত্তনাদার নামক বংশানুক্রমিক" মধ্যস্বত্বভোগী একটা শ্রেণির সৃষ্টি করেছ, ফলে গড়ে উঠেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটা নিখুঁত বহু ধাপ ব্যবস্থা, যা তার সমস্ত ভার চাপিয়ে দিচ্ছে হতভাগ্য কৃষকদের উপর। রায়তি কৃষকের চরম দুর্দশা ও অধিকারহীনতাকে প্রতিফলিত করে মার্ক কলম ধরেছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যা বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল, সেই মন্বন্তর সম্পর্কে তিনি দ্বর্ণাহীনভাবে উল্লেখ করেছেন- ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে সমস্ত চাল কিনে নিয়ে এবং প্রচুর দাম না পাওয়া পর্যন্ত তা বেচতে অস্বীকার করে একটি দুর্ভিক্ষ বানিয়ে তোলে ইংরেজরা।'

জগৎবিখ্যাত ছিল বাংলার তাঁত শিল্প, সেই তাঁত শিল্পের সম্পর্কে অনুশোচনা করতে গিয়ে মার্ক পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন- "১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন থেকে ভারতে সুতা চালানের অনুপাত বৃদ্ধি পায় ১ থেকে ৫২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে ব্রিটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ (দশলক্ষ) গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ (ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ) গজও ছাড়িয়ে যায়। ঐ একই সময়ে শহরের জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) এ নেমে আসে। বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবয়বটুকুই কিন্তু চরম ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তশিল্পের যে বন্ধন ছিল ব্রিটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে নির্মূল করে দিয়েছে। মার্ক্স লিখেছেন, ব্রিটিশ হামলাদাররা এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংল্যান্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্তুকে বিতাড়ন করতে। অতঃপর সে হিন্দুস্তানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। গভর্নর জেনারেলের ১৮৩৩-৩৪ সালের এক রিপোর্টকে উদ্ধৃত কারে মার্ক লিখেছেন, ভারতে সৃষ্ট দুর্দশা বাণিজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। সুতা বয়নকারীদের শোষণের এবং দাসত্বের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে চলেছে অনন্তকাল ধরেই। তিনি লিখেছেন- "শান্ত সরল গ্রাম গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ় ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কু" সংস্কারের অপ্রতিরোধী ক্রীড়ানক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের দাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মোদ্যম। সে বর্বর আত্মপরতা কোন একটা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড অঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যেক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড় বড় শহরের অধিবাসীদের হত্যা কাণ্ড, অস্থিতে ভারতবর্ষের মাটি সাদা হয়ে পড়ছে।

ভারতীয়দের উদাসীনতা সম্পর্কে মার্ক আক্ষেপ করে লিখেছেন, "যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ বা মহামারি মড়কে গ্রামগুলি বিধ্বস্ত হলেও একই নাম একই সীমানা একই স্বার্থ এমনকি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি, ভাগবিভাগ নিয়ে গ্রামবাসীরা মাথা ঘামায়নি; গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হলো, কোনশক্তির কাছে তা গেল, কোন সম্রাটের তা করায়ত্ব হলো এ নিয়ে তারা ভাবে না।" এরপর তিনি আরও লিখছেন যে,ভারত একটা সম্পদ সমৃদ্ধ, যথেষ্ট মেধাসম্পন্ন, বৃহত্তর ভূখণ্ডের দেশ, অথচ এই জাতি দীর্ঘ পদানত। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ইঙ্গিত করেছেন ভারতে "ধর্ম" প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবেনি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যে নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সেই আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অচল ও উদ্ভিদ-সুলভ নিশ্চল জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য, লক্ষ্যহীন অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তান পরিণত করেছে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার পদানত, স্বয়ংবিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তন প্রাকৃতিক নিয়তি রূপে এবং এই ভাবে তৈরি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা মানুষকে পশু করে তোলে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে, হনুমানকারীদের বানর এবং সবলাদেবী রূপে গরুর অর্চনায় নতুন করে নত জানু করে অধঃপতনের পরিচয় দিয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন- দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে জাতিভেদে এমন একটা স্মৃতি সাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিভাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে; এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সেকি বিজয়ের অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্থানের অতীত ইতিহাসের না জানলেও অন্তত এই একটা মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে, এমনকি এ মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই"। ভাবতেই অবাক লাগে একটা দেশে সশরীরে উপস্থিত না থেকেও কতটা গভীরে অনুধারন করলে এমনটা লেখা যায়। ভারতের উপর লেখা মার্কের্ লেখা তাই নতুন করে আলো ফেলে ভারতের উপর, যেখানে সেই পুরোনো শোষক চিহ্ন অনেক ক্ষেত্রেই আজও বর্তমান।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> ইংরেজরা পাঁচসালা, দশসালা বন্দোবস্তে চরম বিদ্রোহের সম্মুখিন হয়েছিল। পরে বাধ্য হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে। মার্ক্স লিখেছেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল, তারা ছিল সমাজের পরগাছা। বাংলায় কৃষকসম্প্রদায় এই জমিদার ও এক সারি মধ্যস্বত্বভোগীর শোষণের জাঁতাকলে ছিল নিষ্পেষিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহাজনের শোষণ। এই মহাজনী শোষণ শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতে কৃষকদের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলত'।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে ওয়েবস-২০২৫-এ সিম্ফনি অফ ইন্ডিয়া - ভারত কি গুঞ্জ-এ শিল্পীরা।

কেন্দ্রীভূত কেওয়াইসি ব্যবস্থা আসছে : সেবি চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ৪ মে : বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে মিলে একটি কেন্দ্রীভূত কেওয়াইসি(আপনার গ্রাহককে জানুন) ব্যবস্থা চালুর জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পাণ্ডে।

এই কেন্দ্রীভূত কেওয়াইসি ব্যবস্থা হবে একটি অনলাইন ডেটাবেস, যেখানে গ্রাহকদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য এককভাবে সংরক্ষিত থাকবে, যাতে সমস্ত আর্থিক সংস্থার মধ্যে অনুবর্তিতা ও প্রক্রিয়া সহজীকরণ সম্ভব হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পাণ্ডে বলেন, "হ্যাঁ, আমরা এই বিষয়ে এগোচ্ছি। আমরা এমন একটি পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করছি যা অত্যন্ত কার্যকর হবে।" তিনি জানান, এই প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব এবং প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।

যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনো ঘোষণা করা হয়নি। তবে, পাণ্ডে আশাবাদী যে এই ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই চালু হবে। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, বর্তমানে চালু থাকা কেআরএ (কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি) ব্যবস্থা বেশ ভালো কাজ করছে। একবার কেওয়াইসি করলে তা সবত্র স্বীকৃত হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করেন, এটি শুধু একটি আপলোডিং সিস্টেম নয়, বরং একটি সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত ব্যবস্থা, যেখানে ছয়টি কেআরএ সংস্থা পারস্পরিক সংযুক্ত এবং তথ্য সহজে আদান-প্রদান সম্ভব।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট ভাষণে জানিয়েছিলেন, ২০২৫ সালে একটি পুনর্গঠিত কেন্দ্রীভূত কেওয়াইসি রেজিস্ট্রি চালু করা হবে। এর পর এপ্রিল মাসে আর্থিক পরিষেবা সচিব এম নাগরাজু এই বিষয়ে একটি বৈঠক করেন, যেখানে কেন্দ্রীভূত কেওয়াইসি রেকর্ডস রেজিস্ট্রির সংস্কার এবং সহজ আর্থিক পরিষেবার সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যদিকে, একই দিনে লেনদেন নিষ্পত্তি নিয়েও মুখ খোলেন পাণ্ডে। তিনি বলেন, "সেটি একটি ঐচ্ছিক পদ্ধতি এবং এটি ঐচ্ছিক হিসেবেই রাখা হয়েছে।" এর ফলে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ধাপে ধাপে এই ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাণ্ডে জানান, **সেবি বর্তমানে নজরদারি ও আইপিও নথিপত্র দ্রুত প্রক্রিয়া করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে।

ভবিষ্যতে এই এআই প্রযুক্তি সুপারভাইজরি টেকনোলজি-সহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। তিনি আরও জানান, এআই-ভিত্তিক টুলগুলি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অবৈধ বিনিয়োগ পরামর্শ পরিষেবা সনাক্তে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর সহযোগিতায় ৭০, ০০০-এর বেশি ভুয়ো বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট ও পোস্ট সরানো হয়েছে। তবে তিনি এআই ব্যবহারে ঝুঁকির দিকটিও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "এআই-র দুটি দিক রয়েছে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং মেশিন ও অ্যালগরিদমের প্রভাব নিয়ে কিছু বাস্তব উদ্বেগ রয়েছে।" সেই কারণে দায়িত্বশীল এআই উন্নয়ন ও প্রয়োগের ওপর জোর দেন তিনি।

ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায় মাওবাদী হামলা: কয়লা সমীক্ষাস্থলে আগুন, পুড়িয়ে দেওয়া হল আটটি যান ও যন্ত্রপাতি

লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), ৪ মে : ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায় ফের মাওবাদী হানার ঘটনা ঘটেছে। সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট (সিএমপিডিআই)-এর কয়লা সমীক্ষাস্থলে হামলা চালিয়ে মাওবাদীরা আটটি গাড়ি ও যন্ত্রপাতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্যে ছিল দুটি ড্রিলিং রিগ, দুটি পিকআপ ভ্যান, দুটি প্রাইভেট কার ও দুটি হেভি ট্রাক, যেগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে এই হামলা ঘটে লাতেহার জেলার চাঁদওয়া থানার অন্তর্গত তোড়িসাত গ্রামে, যেটি একটি দুর্গম বনাঞ্চল এলাকার মধ্যে পড়ে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মাওবাদীরা প্রথমে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে গুলি চালায়, এরপর একে একে যানবাহন ও যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার সময় সেখানে কয়েকজন শ্রমিক উপস্থিত থাকলেও, কেউ আহত হননি বলে জানা গেছে।

সিএমপিডিআই ওই এলাকায় ভূগর্ভস্থ কয়লা খনির জরিপ চালাচ্ছিল এবং প্রাথমিক ড্রিলিং-এর কাজ চলছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঘটনাস্থলে অবস্থান করে মাওবাদীরা, তারপর জঙ্গলের দিকে সরে পড়ে। ঘটনার পর রবিবার ভোরে লাতেহারের পুলিশ সুপার কুমার গৌরবের নির্দেশে, বালুমাথের ডিএসপি বিনোদ রাওয়ানি-র নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

লাতেহার জেলায় সিপিআই (মাওবাদী), তৃতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ও ঝাড়খণ্ড জন সংগ্রাম মুক্তি মোর্চা-সহ একাধিক মাওবাদী সংগঠন সক্রিয়। প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, এই সংগঠনগুলির মধ্যেই কোনও একটি এই হামলার পিছনে রয়েছে। এই ঘটনার কয়েক দিন আগেই, মহুয়াদাঁড় থানার অন্তর্গত ওরসাপাথ গ্রামে আরও একটি মাওবাদী হামলা হয়েছিল, যেখানে রোড কনস্ট্রাকশন সাইটে দু'টি গাড়িতে আগুন লাগানো হয় ও এক শ্রমিক মুনশি আয়ুব খানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পুলিশের ধারণা, এই ধারাবাহিক হামলা মাওবাদী সংগঠনগুলির একটি রণনীতি, যার মাধ্যমে তারা স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করতে এবং উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত করতে চাইছে।

ইউরোপীয় নেতারা প্রত্যাখ্যান করলেন জেলেনস্কির কিয়েভ সফরের আমন্ত্রণ

কিয়েভ, ৪ মে: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ৯ মে-তে রাশিয়ার বিজয় দিবসের পাল্টা হিসেবে কিয়েভে একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও, সমস্ত ইউরোপীয় নেতারা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, বলে জানিয়েছে পলিটিকো।

জেলেনস্কি এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাশিয়ার সামরিক প্রদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ সরাতে এবং ইউক্রেনের প্রতি সমর্থনের বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। তবে স্লোভাক সংসদের উপ-সভাপতি টিবোর গাসপার স্পষ্ট করে জানান, "ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো নেতা কিয়েভ সফরে যাচ্ছেন না।"

পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক ওই সময় ফ্রান্সের ন্যান্সিতে একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে সই করতে যাচ্ছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার অংশ নিচ্ছেন ওসলোয় একটি প্রতিরক্ষা সম্মেলনে। জার্মানির সম্ভাব্য চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মার্জ সরকার গঠন প্রক্রিয়ার আগে কিয়েভ সফর করবেন না বলে জানিয়েছেন।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় নেতারা এখন তাঁদের নিজ নিজ কৌশলগত অগ্রাধিকারে মনোনিবেশ করছেন। কেউ কেউ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বৈঠকে ব্যস্ত, আবার কেউ রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা এড়াতে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই সিবিগা ৯ মে-র অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় সংহতির আহ্বান জানালেও, তাঁর আহ্বানে কোনো সাড়া মেলেনি। এই ঘটনা ইউক্রেনের কূটনৈতিক চেষ্টার একটি বড় ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনার মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রতি ইউরোপীয় সমর্থনের সীমা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাশিয়ার বিজয় দিবসের পাল্টা বার্তা দিতে চাওয়া কিয়েভের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিসরে ইউক্রেনের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে লরেন্স ওয়াংকে নির্বাচনী জয়ে শুভেচ্ছা

নয়া দিল্লি, ৪ মে: ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গাপুরের নেতা শ্রী লরেন্স ওয়াংকে সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে জনগণের পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী এবং বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেন।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন: 'সাধারণ নির্বাচনে অসাধারণ জয়ের জন্য গজ্রখন্দ্রন্ত্রদ্রত্বত্রঢদ্রদ্র্রন্ধ-কে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে জনগণের নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমাদের বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমি আগ্রহী।'

প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লরেন্স ওয়াং শপথ গ্রহণ করেছেন এবং এটি ভারত-সিঙ্গাপুর সম্পর্কের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অমৃতসরে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

চণ্ডীগড়, ৪ মে: পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার মধ্যেই পাঞ্জাব পুলিশের একটি বড় কাউন্টার-এস্পিওনাজ অভিযানে অমৃতসর থেকে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সংবেদনশীল তথ্য ও ছবি ফাঁসের অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম পালক শের মাসিহ ও সুরজ মাসিহ।

রবিবার পাঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গৌরব যাদব এক্স-এ পোস্ট করে জানান, "প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা অমৃতসর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি হারপ্রীত সিং ওরফে পিট্টু ওরফে হ্যাপির মাধ্যমে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল।" এই ঘটনায় অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-এর আওতায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত আরও গভীর হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসবে বলেও জানান তিনি।

ডিজিপি গৌরব যাদব আরও বলেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঞ্জাব পুলিশ। দেশের স্বার্থ রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চাওয়া যে কোনও প্রচেষ্টা কঠোর ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়বে।"এর আগে গত সপ্তাহে, আমৃতসর কমিশনারেট পাঞ্জাব সীমান্তে আইএসআই-সমর্থিত বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের সন্ত্রাসবাদী মডিউলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে, যারা একটি পুলিশ স্থাপনায় গ্রেনেড হামলা চালানোর ছক কষছিল বলে অভিযোগ। ধৃতরা হলেন নরেশ কুমার ওরফে বাব্বু, অভিনব ভাগত ওরফে অভি, অজয় কুমার ওরফে আজ্জু, সানি কুমার (সকলেই আমৃতসরের হরিপুরা এলাকার বাসিন্দা), এবং এক ১৭ বছরের কিশোর।

তদন্তে উঠে এসেছে, বিদেশে অবস্থানকারী গ্যাংস্টার জিওয়ান ফৌজি এই মডিউলটি পরিচালনা করছিল। ধৃতদের মোটরসাইকেল দেওয়া হয়েছিল এবং আজনালা সেক্টর থেকে অস্ত্রের চালান সংগ্রহ করার দায়িত্বও তাদের উপর ছিল। পুলিশের দল একটি হ্যান্ড গ্রেনেড, দেশীয় তৈরি .৩২ ক্যালিবারের পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ডিজিপি জানিয়েছেন, ধৃতরা পুলিশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলার পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল।

কোহিনূর ফিরবে ভারতে ? ব্রিটেনের সংস্কৃতি মন্ত্রীর মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৪ মে: ঐতিহাসিক কোহিনূর হীরার ভবিষ্যৎ নিয়ে আবারও আলোচনার ঝড় উঠেছে। ব্রিটেনের সংস্কৃতি, মিডিয়া ও ক্রীড়া মন্ত্রী লিসা নান্ডির সাম্প্রতিক মন্তব্যে নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ভারত-ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা নিয়ে চলা আলোচনায় এই অমূল্য হীরার প্রসঙ্গ ফের উঠে আসে, যা ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

১০৮ ক্যারেটের কোহিনূর হীরা ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবের শেষ শাসক মহারাজা দলীপ সিং-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে সমর্পিত হয়। এরপর ১৯৩৭ সালে এটি "কুইন মাদার"-এর রাজমুকুটে বসানো হয়। সেই সময় থেকেই ভারত এই হীরাটি ফেরত চেয়ে আসছে। লসা নান্ডি সম্প্রতি দিল্লি সফরে এসে সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে জানান, "আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করছি, যাতে উভয় দেশের মানুষ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুফল ভোগ করতে পারে।" যদিও কোহিনূর ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে তার এই বক্তব্যে ভারতের জনগণের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

নান্ডি জানান, ভারত ও ব্রিটেন চলচ্চিত্র, ফ্যাশন, টেলিভিশন, সঙ্গীত ও গেমিং শিল্পে যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। ব্রিটেনের সায়েন্স মিউজিয়াম গ্রুপ ভারতের ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়াম গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ প্রদর্শনী এবং সংগ্রহশালা ভিত্তিক উদ্যোগে কাজ করছে।

দিল্লিতে ভারতের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে এক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন লিসা নান্ডি। এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহশালা পরিচালনা এবং ডিজিটাল সংরক্ষণে সহযোগিতা আরও মজবুত হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ব্রিটিশ লাইব্রেরি এবং ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের মতো প্রতিষ্ঠান এতে যুক্ত থাকবে।

যদিও এখনো পর্যন্ত ব্রিটেন সরকার কোহিনূর ফেরানোর বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি, তবে এই নতুন উদ্যোগ এবং মন্তব্য ভারতের দাবিকে নতুন গতি দিতে পারে। এখন দেখার বিষয়, ইতিহাসের এই অমূল্য রত্ন একদিন সত্যিই নিজের জন্মভূমিতে ফিরতে পারে কি না।

'৮০—এর দশকে যা হয়েছিল, তা ভুল ছিল', ১৯৮৪-র দাঙ্গা নিয়ে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে নতুন বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৪ মে: ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর এক মন্তব্য ফের রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে এক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়, এক শিখ ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে রাহুল বলেন "১৯৮০-এর দশকে যা হয়েছিল, তা ভুল ছিল।"

ইভেন্ট চলাকালীন এক শিখ ছাত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন করেন, "আপনি বলেন রাজনীতি নির্ভীক হওয়া উচিত, কিন্তু কংগ্রেসের শাসনকালে আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। আমরা শুধু কড়া বা পাগড়ি পরে থাকতে চাই না, আমাদের কথা বলার অধিকার চাই।" তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস শিখ সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করেছে এবং সাজ্জন কুমারের মতো ১৯৮৪-র দাঙ্গার অভিযুক্তদের রক্ষা করেছে।

রাহুল গান্ধী বলেন, তিনি তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন না, তবুও অতীতের ভুলের দায় স্বীকারে তিনি প্রস্তুত। তিনি জানান, "আমি বহুবার প্রকাশ্যে বলেছি, ৮০—এর দশকে যা হয়েছিল তা ভুল ছিল। আমি স্বর্ণমন্দির বহুবার গিয়েছি। ভারতে শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে।" রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য সামনে আসতেই বিজেপি পাল্টা আক্রমণে নেমেছে। বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুলের ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, "এক শিখ ছাত্র তাঁকে মনে করিয়ে দিল, কংগ্রেস শিখদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। শুধু ভারতেই নয়, এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও রাহুল গান্ধীকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।"

চিত্রকলা ডান্স একাডেমি অনবদ্য শাস্ত্রয়ী নৃত্য অনুষ্ঠান

প্রতিবছরের মতো এই বছর চিত্রকলা ডান্স একাডেমি অনবদ্যের আন্তর্জাতিক স্তরে শাস্ত্রীয় নৃত্য অনুষ্ঠান আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস এন এ নর্থ ইস্টার্ন ডকুমেন্টেশন এর অধিকর্তা কথা বিশিষ্ট নিত্য শিল্পী সর্বাণী নন্দী। শিল্পীদের মনঃমুগ্ধকর অনুষ্ঠানে দর্শক শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। ১৪ টি সংস্থার শিল্পীরা এ অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশন করেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার নৃত্য তুলে ধরা হয় এই অনুষ্ঠানে। ওডিসি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্কৃতির এক মেলবন্ধনে অনবদ্য অনুষ্ঠান উপহার দর্শক শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছিল। প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংগীত শিল্পী পিংকি দেববর্মার তত্ত্বাবধানে চিত্রা কলা ডান্স একাডেমী। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আগামী প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় নৃত্য আগ্রহী করে তোলার জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানান শিল্পী পিংকি দেববর্মা

রবিবার নয়াদিল্লিতে ১০০৮টি সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the "Governor of Tripura" Superintendent of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, West Tripura invites sealed tender(s) in 1(one) bid system from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class. registered with PWD/TTAADC/CPWD for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TENDER	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	Maintenance of Govt. Quarter No. E/01, Type-V at A.D. Nagar Police Quarter Complex under SP (Proc), Agartala Tripura West.	Rs.4,84,334/-	Rs.9,687/-	60 (sixty) days.	Up to 1600 Hrs on 11-05-2025.	At 1100 Hrs on 12-05-2025	O/O the Supdt. of Police (Procurement), A.D. Nagar, Agartala, Tripura West.	Appropriate class.

ICA/C-408|25

Supdt. of Police(Procurement)
Tripura Agartala.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘সেদিনের সপ্তারোহি’

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

আজকাল থেকে সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার শুরু, তারপর একে একে আনন্দবাজার, এবিপি আনন্দ, কলকাতা টিভি, তারা বাংলা, একদিন ও সর্বোপরি একদা ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়ার’ বাংলা কাগজ এই সময়ের এডিটরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার অন্যতম পথিকৃৎ সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাংবাদিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ফসল ‘সেদিনের সপ্তারোহী’।

বইটিতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু (জ্যোতির্বলয়)থেকে শুরু করে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (সাদা-কালোয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর), বরকত গনি খান চৌধুরী (বরকতের ছিল বাদশাহি মেজাজ), অনিল বিশ্বাস (বিশ্বাসে মিলায় বস্তু), প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি (একান্ত প্রিয়জন), সুভাষ চক্রবর্তী (হার মানলেও বশ মানেননি), সুব্রত মুখোপাধ্যায় (ক্ষুরের দাগ গালে থেকেই যায়), সইফুদ্দিন চৌধুরী (মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করছি)-র সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি বিষয় থেকে জনবহুল তথ্য ফুটে উঠেছে।

‘জ্যোতির্বলয়’ অধ্যায়ে সাংবাদিক ও লেখক দেখিয়েছেন, ‘কেমন নিঃশব্দে, সবার অলক্ষ্যে কেটে গেল জ্যোতি বসুর শতবার্ষিকী। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর স্মরণে তাঁর নিজের দলটি সভা-সমাবেশ করেছে অবশ্যই। তাতে জ্যোতিবাবুর স্মৃতিকে ছাপিয়ে উঠেছিল বহিষ্কৃত সিপিএম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি যা সাময়িকভাবে উসকে দিয়েছিল তাঁর ঘরে ফেরার জল্পনা। যে মুখ্যমন্ত্রী উত্তম-সুচিত্রার জন্মদিনে রাজ্য সরকারের সদর কার্যালয়ে মালা দিতে কখনও ভুলে যায় না, তিনিও দেখলাম সবে পার হয়ে যাওয়া জ্যোতিবাবুর শতবর্ষের দিনটি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে বসে আছেন, না-কি রাজনীতি সত্যিই এত বিষম বস্তু যে মৃতের সঙ্গেও ঝগড়া না-করলে চলে না’!

‘সাদা-কালোয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর’ অধ্যায়ে স্বনামধন্য লেখকের কলমের ডগায় উঠে এসেছে একদা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, ‘এতকাল পরে সিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে লিখতে বসে এত ঘটনার মধ্যে আমার সেই রাতের ঘটনাটিই প্রথমে মনে পড়ল কেন? রাজ্য-রাজনীতিতে অ-বাম নেতাদের মধ্যে তাঁর মতো আনখশির সৎ মানুষ আমি দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। বাম নেতাদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, কিন্তু কংগ্রেসিদের মধ্যে? আমার স্বল্প পরিচয়ের রাডারে দেখছি এই একটি নামই ধরা পড়েছে -সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দলের নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার সৎসাহস একমাত্র তিনিই দেখিয়েছিলেন। ওয়াংচু কমিশন। ফলত দলের একটা অংশ তাঁর ওপর বেজায় ক্রুদ্ধ হয়েছে, সিদ্ধার্থ শঙ্কর গ্রাহ্য করেননি। এত সঙ্গত-অসঙ্গত বিতর্ক, নিন্দামন্দ, ধিক্কার অথবা কুৎসা সত্ত্বেও এই মানুষটি যে আক্ষরিক অর্থেই কলার তুলে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কাটাতে পেরেছেন তা এই কারণেই। তিনি যে চিত্তরঞ্জন-বাসন্তী দেবীর নাতি এ-কথাটুকু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোলেননি’।

‘হার মানলেও বশ মানেননি’-অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন, ‘সুভাষ ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কৈশরে। জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত তিনি কথাবার্তায় কাঠ বাঙাল থেকে গিয়েছিলেন, ঘটিদের বাংলা রপ্ত করার কোনও সচেতন প্রয়াস করেননি। আর পাঁচটি আটপৌরে মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের মতোই ছিল সুভাসের পরিবার যেখানে ঠাকুরের আসন ছিল, ভক্তিভরে পুজোআর্চা হতো, সন্ধ্যায় পুরনো জামা কাপড় ছেড়ে মা বাজাতেন মঙ্গলশঙ্খ। কংগ্রেসের বাবাকে সুভাষ গভীর শ্রদ্ধা করতেন, ঘরোয়া আড্ডায় ঘুরে-ফিরে তাঁর

প্রসঙ্গ উঠে আসত। বাবা পুত্রকে গুরু মন্ত্র শিখিয়েছিলেন ভগবত গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ-দর্শন, সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ হয়ে থাকতে পারাটাই জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা। পুত্রের প্রতি পিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশটি ছিল জীবনের যখন যেরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওনা কেন, মনে মনে জানবে সেটাই ঈশ্বর অভিপ্রেত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, ফলে অনুযোগ করবে না, ঠান্ডা মাথায় মেনে নেবে’। ভিরাসত আর্ট পাবলিকেশনের অন্তর্গত সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বইটির মূল্য ৬০০ টাকা। ব্রাত্য বসু ও পৌলমী বসুকে উৎসর্গ করা বইটিতে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ইন্টারভিউ বিশেষভাবে মনে দাগ কেটে যায়।

প্রতি দিন ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু

ভাল থাকতে গেলে শরীর-মন, দুই-ই ভাল থাকা দরকার। ব্যস্ত জীবনে যদি সে ভাবে শরীরচর্চা করা না-ও যায়, ১৫ মিনিট সময় বের করা কি খুব কঠিন হবে? সেই ১৫ মিনিটে বরং বেরিয়ে পড়ুন হাঁটতে। দিনের শুরুতে হলেই বেশি ভাল। তবে তা সম্ভব না হলে যে কোনও সময় এই হাঁটাহাটিটা খুব জরুরি। কেন, সেটাই জেনে নিন।

হৃদ্‌যন্ত্র ভাল রাখে: হাঁটা একটি সরল ব্যায়াম। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দিনে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই একটু হলেও কমিয়ে দিতে পারে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও শরীর সচল রাখতে নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মন ভাল রাখে’ মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, কোনও কিছুই ভাল লাগছে না বা কাজ করে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সময় যদি একটু হাঁটা যায়, বদল হবে মনের অবস্থার। কারণ, হাঁটলে এন্ড্রোফিনের মতো হরমোন নির্গত হয়, যা মনকে খুশি রাখতে সাহায্য করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত হাঁটহাটি অবসাদ ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কে সচল রাখে: নিয়মিত হাঁটায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারে। অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ওজন নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে: ওজন কমানোর জন্য অনেকেই হাঁটাহাঁটিকে গুরুত্ব দেন। নিয়মিত হাঁটাহাটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শুধু তা-ই নয়, ক্যালোরি ক্ষয় করতেও সাহায্য করে হাঁটা। যা ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব প্রয়োজন। তরতাজা করে তোলে: খানিকটা হাঁটহাটি মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। হাঁটলে শরীরে অক্সিজেন তুলনায় বেশি যায়। সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি শরীর ও মন তরতাজা করে তোলে। পেশি ও হাড় মজবুত করে: নিয়মিত হাঁটাহাটিতে যে হেতু পেশি থেকে হাড়, সব কিছুরই ব্যায়াম হয়, তাই সেগুলিও মজবুত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভাল হয়: শুলেই যাঁদের ঘুম আসে না, সাধ্যসাধনার দরকার হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হাঁটা খুব উপকারে আসে। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেও শরীরে শক্তি ক্ষয় হয়। তার জেরেই ঘুম ভাল হয়।

জিভে জল আনা স্বাদ আনতে লোহার কড়াইয়ে মাংস বানান?

বাঙালির হেঁশেল থেকে পুরোপুরি ব্রাত্য হয়ে যায়নি লোহার কড়াই। কষা মাংস রাঁধতে হলে অনেকেই এখনও লোহার কড়াইয়ের উপরেই ভরসা রাখেন। ইদানীং অবশ্য বহু স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ ননস্টিকের বদলে লোহার কড়াই ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছেন। লোহার কড়াইয়ে রান্না করলে তা পরিষ্কার করা বেশ ঝক্কির। কিন্তু লোহার কড়াইয়ে রান্না করা খাবার শরীরের যত্ন নেয়।

তবে এমনও কিছু খাবার আছে যা লোহার কড়াইয়ে রান্না করা উচিত নয়। তাতে শুধু সেই খাবারের স্বাদ-ই নয়, নষ্ট হয় গুণমানও। কোন খাবারগুলি লোহার কড়াইয়ে কখনও রাঁধবেন না?

১) মাছের কোনও পদ রাঁধতে হলে লোহার কড়াই ব্যবহার না করাই ভাল। লোহার কড়াইতে অল্প তেলে মাছ ভাজা বেশ কঠিন কাজ। সেই মাছ তখন কড়াইয়ের সঙ্গে লেগে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে। তাই মাছ ভাজতে লোহার কড়াইয়ের বিকল্প খুঁজুন।

২) পাস্তার মতো শৌখিন খাবার রান্নার জন্য লোহার কড়াই ব্যবহার না করাই ভাল। চাউমিনের ক্ষেত্রেও এই একই পরামর্শ। কারণ, এই দু’টি খাবারই তৈরি হয় ময়দা দিয়ে। সেদ্ধ পাস্তা আর চাউমিন কড়াইয়ে দিলেই তা আটকে যায়। ফলে খাবারের স্বাদ তো বটেই, খাবারের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। তার চেয়ে ননস্টিক বা ওই ধরনের পাত্রে রান্না করলে এই সমস্যাগুলি হয় না। ৩) আচার কিংবা কমলালেবু দিয়ে কোনও পদ রান্না করার পরিকল্পনা থাকলে লোহার কড়াই ব্যবহার না করাই ভাল। লেবুতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। ফলে লোহার সংস্পর্শে এসে অন্য রকম বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। খাবারের স্বাদও বদলে যেতে পারে।

পেঁয়াজ কাটলেও চোখে আসবে না জল, মেনে চলতে হবে পাঁচ নিয়ম

পেঁয়াজ কাটার সময়ই ঝাঁঝ চোখে গিয়ে জল বেরোবেই। অথচ ভারতীয় হেঁশেল পেঁয়াজ ছাড়া ভাবাই যায় না। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন, কেন বার বার পেঁয়াজ কাটতে গেলেই চোখে জ্বালা করে? পেঁয়াজে রয়েছে সালফেনিক অ্যাসিড। কাটার পর সেগুলি বেরিয়ে অন্য উৎসেচকের সঙ্গে মিশে যায়। তাতেই তৈরি হয় সারফার গ্যাস। সেটাই চোখে গিয়ে চোখ জ্বালা করে জল বেরিয়ে যায়। হেঁশেলে কান্নাকাটি না করার উপায় আছে কি? ১. খুব ধারাল ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে পারেন। অবাক লাগলেও এই পদ্ধতি কাজ করে। পেঁয়াজের কোষে কম ক্ষতি করে ধারাল ছুরি। তাই খুব বেশি উৎসেচক বার হয় না। ২. পেঁয়াজের মুখে না কি সবচেয়ে বেশি এনজাইম থাকে। তাই প্রথমেই সেগুলি কেটে বাদ দিয়ে দিন। পেঁয়াজে মুখ কেটে ১৫ থেকে ২০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। তা হলে সালফেনিক অ্যাসিড ধুয়ে যাবে। কিন্তু এতে পেঁয়াজের ঝাঁঝ কমে যেতে পারে। ভিজে পেঁয়াজ কাটাও একটু মুশকিল হয়ে যেতে পারে। ৩. আগুনের সামনে পেঁয়াজ কাটতে পারেন, সে ক্ষেত্রেও ঝক্কি কমবে। কারণ আগুনের সালফার পেঁয়াজের উৎসেচকগুলি অকেজো করে দেয়। গ্যাসের আঁচের কাছে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ কাটত পারেন। ৪. রান্নাঘরে কোনও ভেন্ট বা চিমনি থাকলে তার নীচে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজ কাটতে পারেন। তা হলে সব গ্যাস টেনে নেবে, আপনার চোখে যাবে না। তবে চিমনি ঠিক কোন জায়গায় বসানো রয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর হবে। ৫. পেঁয়াজ কাটার ১৫ মিনিট আগে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন। ঠান্ডা অবস্থায় এনজাইমগুলি অত কাজ করে না। তাই চোখ জ্বালা করবে না।

নারকেল তেলে আলুর চপ, বেগুনি ভাজা সম্ভব?

এখানকার দক্ষিণী খাবারে নারকেল তেলের তেমন আধিক্য নেই। তবে ডুবোতেলে ভাজাভুজি করার সময়ে সর্ষে বা রিফাইন্ড তেলের বদলে নারকেল তেল ব্যবহার করেন অনেকেই। নারকেল তেলের পুষ্টিগুণ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। নারকেল তেলে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট। মিডিয়াম-চেন ট্রাইগ্লিসারাইড বা লওরিক অ্যাসিডের ভান্ডারও অফুরন্ত।

এ ছাড়া অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানও রয়েছে নারকেল তেলে। তা সত্ত্বেও কোনও কিছু ভাজার জন্য নারকেল তেল ব্যবহার করা যায় কি? যে কোনও তেলেরই নির্দিষ্ট ধূমাঙ্ক রয়েছে। তার চেয়ে বেশি গরম হয়ে গেলে তেল জ্বলে বা পুড়ে যায়। তখন তা আরও অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে।

নারকেল তেল সাধারণত দু’ধরনের হয়। পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত। রান্নার কাজে দু’ধরনের তেলই ব্যবহার করা হয়। তবে পরিশোধিত তেল এবং অপরিশোধিত তেলের ধূমাঙ্ক কিন্তু আলাদা। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পরিশোধিত তেলের ধূমাঙ্ক ৪০০ থেকে ৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। যা অপরিশোধিত তেলের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তাই ডুবোতেলে কোনও কিছু ভাজার জন্য এই পরিশোধিত তেলটি ব্যবহার করাই যায়।

“ভার্জিন” অর্থাৎ অপরিশোধিত নারকেল তেলের ধূমাঙ্ক ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাই খুব বেশি তাপ এই ধরনের তেল সহ্য করতে পারে না। অল্প তেলে ভাজা বা সেঁকার ক্ষেত্রে এই তেলটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। মনে রাখতে হবে, এই তেলটি একেবারেই “ডিপ ফ্রাই” করার জন্য উপযুক্ত নয়।

কেরলের ২০০ বছরের ঐতিহ্য রামাসেরি ইডলি

ইডলি তো অনেক খেয়েছেন। ধবধবে সাদা প্যানকেকের মতো দেখতে ইডলি খেয়েছেন কখনও?

নরম তুলতুলে স্পঞ্জের মতো। তার চাঁদপানা মুখে কোনও কলঙ্কের ছাপই নেই। স্যাঁকা বা পোড়ার দাগ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এ দিকে, ভাপে ফুলেফেঁপে ওঠা মণ্ডের মতোও তার চেহারা নয়। গোল গোল চ্যাপ্টা চাপাটির মতো খাদ্যবস্তুটির উপর বিশেষ মমত্ব আছে কেরলের।

পালাক্কাড থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ছোট্ট রামাসেরি গ্রামে এই খাবারটি চাখতেই ছুটে যান কত পর্যটক। রামাসেরি বিশ্বের মানচিত্রে বিখ্যাত হয়ে আছে এই খাবারটির জন্যই। স্থানীয়রা বলেন রামাসেরি ইডলি, অথচ দক্ষিণ ভারতীয় ইডলির সঙ্গে এর দূরদূরান্তেও আত্মীয়তা নেই। সে স্বাদে হোক, সুগন্ধে বা গঠনে। মাটির পাত্র বা কলসির উপর সুতির কাপড় চাপা দিয়ে তার উপর চাল-ডাল বাটা ভাপিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয় এই ইডলি।

রামাসেরিকে বলা হয় “ইডলির রাজা”। সে হয়তো মাটির কলসিতে ভাপানো ইডলির জন্যই। রামাসেরির বাসিন্দারা বলেন, এই ইডলি তাদের গ্রামের অভিনব খাবার তো বটেই, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও জড়িত। ২০০ বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। লোকমুখে শোনা যায়, রামাসেরির ইডলির রেসিপি সেখানকার স্থানীয়দের নয়। মুদালিয়া থেকে এক সম্প্রদায় রামাসেরি গ্রামে এসে পাকাপাকি ভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। তারা ছিল পেশায় তাঁতি। তাদেরই রান্নার একটি বিশেষ পদ হল মাটির পাত্রে ভাপানো ইডলি। রামাসেরিতে এসে এমন ইডলি বানিয়ে স্থানীয়দের খাইয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিল তারা। তার পরই রামাসেরিতে ঘরে ঘরে এমন ইডলি তৈরি হতে শুরু করে। রাস্তার দোকান থেকে বিয়েবাড়ি, উৎসব- অনুষ্ঠানেও জনপ্রিয়তা পায় রামাসেরির ইডলি। ঠিক ইডলি নয়, অনেকটা দোসা আর ইডলির মিশ্রণ। সম্বর ডাল, নারকেল বা লঙ্কার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করা হয়।

রামাসেরি ইডলি চাখতে কেরলে ছুটে যেতে হবে না। পদ্ধতি জানলে বাঙালির হেঁশেলেও দিব্যি রাঁধা যাবে দক্ষিণ ভারতীয় এই পদ। কী ভাবে রামাসেরি ইডলি বানাবেন সেই পদ্ধতি শিখে নিন।

মাটির কলসির উপর কাপড় পেতে ভাপে তৈরি হয় ইডলি।

উপকরণ: ইডলির জন্য বিশেষ চাল ৪ কাপ, কলাইয়ের ডাল ১ কাপ, জল ১ কাপ, মেথি ১ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, প্রণালী: চাল, ডাল, মেথি সব কিছুই আলাদা আলাদা পাত্রে ঘণ্টা চারেকের জন্য ভিজিয়ে রাখতে হবে। তার পর এক কাপ জল দিয়ে সব উপকরণ মিক্সিতে ভাল করে গুঁড়িয়ে নিন। মিশ্রণ যেন মিহি হয়।

এর পর মিশ্রণে সামান্য নুন দিয়ে ঢেকে ১০-১২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। মিশ্রণ গেঁজিয়ে ওঠার জন্য সময় দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন, ব্যাটার যেন খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়।

এর পরের পদ্ধতি খুব সাবধানেই করতে হবে। একটি মাটির পাত্র বা কলসিতে জল দিয়ে ভাল করে তা ফুটিয়ে নিন। জল ফুটতে শুরু করলে কলসির মুখে একটি ভেজা সুতির কাপড় বিছিয়ে দিন। জল ফুটে উঠে যখন ধোঁয়া বেরোতে থাকবে, তখন ওই কাপড়ের উপর দোসার মতো করে মিশ্রণটি দিয়ে দিন। খুব বেশি পাতলা বা মোটা কিন্তু হবে না। তার উপর আর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে দিন। ভাপে সেদ্ধ হলেই ফুলে উঠবে ইডলি। ঠিকমতো তৈরি করতে পারলে নরম, স্পঞ্জের মতো হবে।

মিষ্টি খাওয়া বারণ, তবে এই পাঁচ খাবার নির্ভয়ে খেতে পারেন ডায়াবেটিকরা

ডায়াবেটিকদের খাওয়াদাওয়ায় বাধানিষেধ থাকে। নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া না করলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা অসমম্ভব। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে প্রথমেই মিষ্টি খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রক্তে শর্করার মাত্রার গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে খাওয়াদাওয়ার রুটিন। শর্করার মাত্রা বিপদসীমার কাছাকাছি থাকলে অনেক খাবারই জীবন থেকে বাদ চলে যায়। রসগোল্লা, সন্দেশ না হলেও এমন অনেক খাবার আছে, যাতে বাড়তি চিনি থাকে। সেগুলি আবার বিপদের কারণ হতে পারে। তা হলে ডায়াবেটিকেরা খাবেন কী? কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলিতে চিনির লেশমাত্র নেই। রইল তেমন কিছু খাবারের খোঁজ। চিয়া পুডিং- চিয়া বীজ ডায়াবেটিকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। চিয়া রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ওজন বাড়তে দেয় না। চিয়া বীজে এমন অনেক উপকারী উপাদান রয়েছে, যা শরীর ভিতর থেকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিকেরা চিয়ার জল খেতে পারেন। তবে চিয়া বীজ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন পুডিংও। বাদাম- কাঠবাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম, সামান্য কাজু এবং পেস্তাবাদাম একসঙ্গে মিশিয়ে একমুঠো খাওয়া যেতে পারে। সামান্য খিদে মেটানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের জোগান দিতে পারে এই বাদামগুলি। ভুট্টার খই- মাখন, চিজ বা ক্যারামেল দেওয়া ভুট্টার খই খেতে ভাল লাগে। কিন্তু তা ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য মোটেই ভাল নয়। তবে শুকনো বালিতে ভাজা পপকর্ন খাওয়া যায় অনায়াসে। সিনেমা দেখতে দেখতে নির্ভয়ে তেমন পপকর্ন খেতে পারেন। কোনও সমস্যা হবে না। পিনাট বাটার মাখানো আপেল- লেডিকেনি, চমচম খাওয়া বারণ। তবে মিষ্টির স্বাদ মেটাতে পারেন পিনাট বাটারে। তবে শুধু পিনাট বাটার না খেয়ে আপেলের সঙ্গে খেতে পারেন। তা হলে লম্বা সময় পেট ভর্তি থাকবে। শরীরও বাড়তি পুষ্টি পাবে।

ড্রাই ফ্রুটস বল- কিছু ড্রাই ফ্রুটস খেতে পারেন ডায়াবেটিকেরা। টুকটুক মুখ চালাতে ড্রাই ফ্রুটস তো খাওয়া যেতেই পারে। ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন এনার্জি বল। একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বল বানিয়ে রাখতে পারেন। মাঝেমাঝে খেতে পারেন।

সন্দেশ তৈরির সহজ প্রণালী

উৎসবের মরসুম মানেই দেদার খাওয়াদাওয়ার পর্ব শুরু। বিরিয়ানি, চাইনিজ, ভাজাভুজি, মিষ্টিমুখ। দুর্গাপুজোয় মিষ্টিমুখ না করলে কি আর পুজো পুজো ভাব আসে? অনেকেই পুজোর ক'দিন বাড়ির ঠাকুরকেও মিষ্টি ভোগ দেন। তবে বাজার থেকে কিনে আনা মিষ্টি নয়, এ বার পুজোয় ঠাকুরের ভোগের থালায় নিজের হাতে তৈরি সন্দেশ পরিবেশন করুন। বাড়িতে অতিথি এলেও তাঁদের সামনে বাড়িতে তৈরি সন্দেশ পরিবেশন করে চমকে দিতে পারেন। দোকানের মতো সন্দেশ বাড়িতেই কী ভাবে বানাবেন, ভাবছেন? রইল মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে, এমন সন্দেশ তৈরির প্রণালী। উপকরণ: দেড় লিটার দুধ, ২ চামচ ভিনিগার আর আধ কাপ জলের মিশ্রণ, ১ কাপ খোয়া ক্ষীর, ৩/৪ কাপ চিনি, ২-৩ টেবিল চামচ পেস্তা ও কাঠবাদাম কুচি, কেশর (সাজানোর জন্য) প্রণালী: প্রথমে দুধ ফুটতে দিন। দুধ ফুটে এলে আঁচ কমিয়ে ভিনিগার ও জলের মিশ্রণ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। এতে দুধ কেটে ছানা হয়ে যাবে। পরিষ্কার ঠান্ডা জলে ছানা ধুয়ে একটি মসলিনের কাপড়ে তা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন অথবা শিল চাপা দিন। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে রেখে দিলে ছানা থেকে সমস্ত জল বেরিয়ে যাবে। খোয়া ক্ষীর হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে রাখুন। এ বার একটি বড় পাত্রে ছানা ও চিনির মিশ্রণ নিয়ে ভাল করে মাখতে হবে। তার পর একটি তলা-ভারী পাত্রে সেই মিশ্রণ ভাল করে নাড়তে থাকুন। এ বার একে একে খোয়া ক্ষীর আর পেস্তা ও কাঠবাদাম কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। বেশ কিছু ক্ষণ পরে ছানা একদম নরম হয়ে পাত্রের গা ছেড়ে এলে নামিয়ে নিন। এ বার ছাঁচে ফেলে অথবা হাতে গড়ে মনের মতো সন্দেশের আকার দিন। উপর থেকে কেশর দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন সন্দেশ।

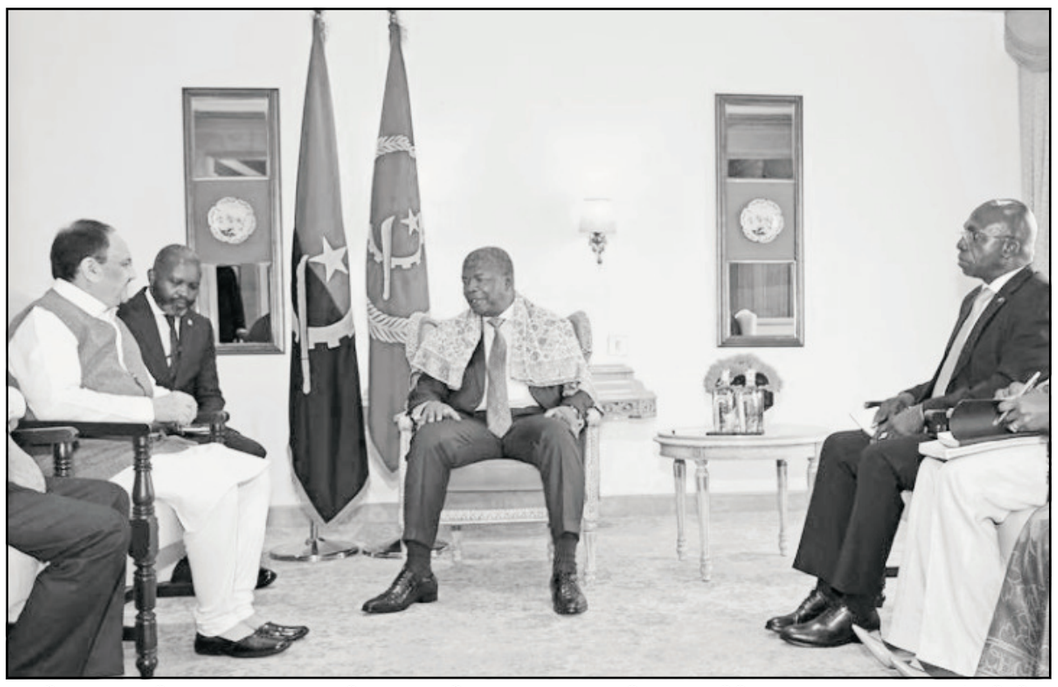

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা রবিবার নতুন দিল্লিতে অ্যাঙ্গোলা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি মিঃ জোয়াও ম্যানুয়েল গনকালভেস লরেঙ্কোর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

'আমরা অংশীদার চাই, উপদেশদাতা নয়': ইউরোপকে নিশানা করে বৈশ্বিক পরিবর্তন নিয়ে বললেন এস. জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৪ মে: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর রবিবার (৪ মে) ইউরোপকে উদ্দেশ করে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, ইউরোপ এখনও উদীয়মান বহু-মেরু বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লড়াই করছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারত অংশীদারিত্বের খোঁজে আছে, উপদেশদাতাদের নয়বিশেষ করে এমন উপদেশদাতারা, যারা নিজের দেশে যা করে না, বাইরের দেশগুলোকে তা করতে বলে।

আর্কটিক সার্কেল ইন্ডিয়া ফোরাম ২০২৫-এ বক্তৃতা প্রদানকালে জয়শঙ্কর বলেন,'যখন আমরা বিশ্বকে দেখি, আমরা অংশীদার খুঁজি, উপদেশদাতা নয়। বিশেষ করে এমন কেউ, যারা নিজের দেশে যা করে না, বাইরের দেশে তা করতে বলে। ইউরোপের একটি অংশ এখনও এই সমস্যার মধ্যে আটকে আছে। ইউরোপ এখন বাস্তবতা যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। তারা এই চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে পারবে কি না, তা সময়ই বলবে।'

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব এখন আরও প্রতিযোগিতামূলক ও জটিল হয়ে উঠেছে এবং এই বাস্তবতাকে বুঝে তবেই আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে।

জয়শঙ্কর জানান, বর্তমান সময়ে আমেরিকা আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। অপরদিকে ইউরোপ পরিবর্তনের চাপের মুখোমুখি। "বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া বড় কোনো ঘটনা আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপের ওপর বহু-মেরুত্বের বাস্তবতা চেপে বসেছে, তবে তারা তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি," বলেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ভারত গত ৪০ বছর ধরে অ্যান্টার্কটিকায় সক্রিয় এবং কিছু বছর আগে একটি নির্দিষ্ট আর্কটিক নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, "আমাদের অ্যান্টার্কটিকায় উপস্থিতি চার দশকের বেশি। আমরা আর্কটিক নীতি তৈরি করেছি এবং স্বালবার্ডে কেএসএটি-এর সঙ্গে মহাকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছি। বিশ্বের সবচেয়ে যুব জনসংখ্যার দেশ হিসেবে আর্কটিক অঞ্চলে যা কিছু ঘটছে, তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

জয়শঙ্কর বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আর্কটিকে নতুন শিপিং রুট তৈরি হচ্ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। "গ্লোবাল ওয়ার্মিং নতুন পথ খুলে দিচ্ছে। প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসবে," বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে আর্কটিকের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। "আর্কটিকের ভবিষ্যৎ মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ আলোচনার ওপর নির্ভর করছে," মন্তব্য করেন তিনি।

ফোরামের চেয়ারম্যান ও আইসল্যান্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলাফুর রাগনার গ্রিমসন জানান, ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি আর্কটিক অঞ্চলের সম্পদের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে। তিনি ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের এই অঞ্চলে আরও মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

বাগলিহার ও কিশনগঙ্গা বাঁধ থেকে জল বন্ধ করল ভারত

নয়া দিল্লি, ৪ মে: ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সিন্ধু জল চুক্তি ঘিরে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভারত সিন্ধু জল চুক্তিকে সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে এবং এরপর চেনাব ও ঝেলম নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, জম্মু ও কাশ্মীরের রামবনে অবস্থিত বাগলিহার বাঁধ থেকে চেনাব নদীর জল প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ঝেলম নদীর উপর নির্মিত কিশনগঙ্গা বাঁধেও একই রকম পদক্ষেপের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

১৯৬০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে এক ঐতিহাসিক সমঝোতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই চুক্তির আওতায় সিন্ধু, চেনাব ও ঝেলম নদীর জল পাকিস্তানকে এবং বাকি তিনটি নদীর জল ভারতের হাতে থাকে। এত বছর যাবৎ বহু যুদ্ধ ও উত্তেজনার মধ্যেও এই চুক্তি বহাল ছিল। তবে সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগাঁও অঞ্চলে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত কড়া অবস্থান নিয়ে চুক্তিটি স্থগিত করেছে।

বাগলিহার ও কিশনগঙ্গা — এই দুই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বহু বছর ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের দাবি, এই বাঁধগুলি নির্মাণের মাধ্যমে ভারত কৌশলগতভাবে জল নিয়ন্ত্রণ করে, যা তাদের কৃষি ও জলের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করছে। বিশেষত, কিশনগঙ্গা প্রকল্প, যা নীলম নদীর উপর নির্মিত, সেটি পাকিস্তানের জন্য জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের জন্য এক বড় জল সংকট তৈরি করতে পারে। যেহেতু পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা অনেকাংশে এই নদীগুলির উপর নির্ভরশীল, তাই এই পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক এবং সামরিক উত্তেজনা বাড়াতে পারে।

একই সঙ্গে এই পদক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ার জলের রাজনীতি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাগলিহার ও কিশনগঙ্গা বাঁধ থেকে জল বন্ধ করল ভারত

নয়া দিল্লি, ৪ মে: ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সিন্ধু জল চুক্তি ঘিরে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভারত সিন্ধু জল চুক্তিকে সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে এবং এরপর চেনাব ও ঝেলম নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, জম্মু ও কাশ্মীরের রামবনে অবস্থিত বাগলিহার বাঁধ থেকে চেনাব নদীর জল প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ঝেলম নদীর উপর নির্মিত কিশনগঙ্গা বাঁধেও একই রকম পদক্ষেপের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

১৯৬০ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জল চুক্তি দুই দেশের মধ্যে জলবণ্টন নিয়ে এক ঐতিহাসিক সমঝোতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই চুক্তির আওতায় সিন্ধু, চেনাব ও ঝেলম নদীর জল পাকিস্তানকে এবং বাকি তিনটি নদীর জল ভারতের হাতে থাকে। এত বছর যাবৎ বহু যুদ্ধ ও উত্তেজনার মধ্যেও এই চুক্তি বহাল ছিল। তবে সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগাঁও অঞ্চলে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত কড়া অবস্থান নিয়ে চুক্তিটি স্থগিত করেছে।

বাগলিহার ও কিশনগঙ্গা — এই দুই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বহু বছর ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের দাবি, এই বাঁধগুলি নির্মাণের মাধ্যমে ভারত কৌশলগতভাবে জল নিয়ন্ত্রণ করে, যা তাদের কৃষি ও জলের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করছে। বিশেষত, কিশনগঙ্গা প্রকল্প, যা নীলম নদীর উপর নির্মিত, সেটি পাকিস্তানের জন্য জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের জন্য এক বড় জল সংকট তৈরি করতে পারে। যেহেতু পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা অনেকাংশে এই নদীগুলির উপর নির্ভরশীল, তাই এই পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক এবং সামরিক উত্তেজনা বাড়াতে পারে।

একই সঙ্গে এই পদক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ার জলের রাজনীতি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মুম্বইয়ে প্রথম 'ওয়েভস বাজার' সফলভাবে সম্পন্ন, ৮০০ কোটিরও বেশি লেনদেন সম্পাদিত

মুম্বই, ৪ মে : মুম্বইয়ে প্রথম 'ওয়েভস বাজার' অনুষ্ঠান সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মেলা বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সহযোগিতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে এবং চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, রেডিও, ভিএফএক্স ও অ্যানিমেশন শিল্পে ৮০০ কোটিরও বেশি টাকার লেনদেন হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তিন হাজারেরও বেশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে। 'ওয়েভস বাজার' নতুন সৃজনশীলদের জন্য বৌদ্ধিক সম্পদের একটি মঞ্চও তৈরি করেছে।অনুষ্ঠানে পেট্রিনা ডি''রোজারিওর নেতৃত্বে ফিল্ম ইন্ডিয়া স্ক্রিন কালেক্টিভ ও স্ক্রিন ক্যান্টারবেরি প্রথমবার নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব শুরু করার প্রস্তাব দেন।এছাড়া, ভারত-রাশিয়া সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওনলি মাচ লাউডার-এর সিইও তুষার কুমার ও গ্যাজপ্রম মিডিয়ার সিইও আলেকজান্ডার জারভ-এর মধ্যে একটি সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা হয়। এই চুক্তির অধীনে উভয় দেশ একসাথে সাংস্কৃতিক, কৌতুক এবং সঙ্গীত-ভিত্তিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করবে।

জাতীয় সমবায় সংস্থাগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, রপ্তানিতে ২ লক্ষ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

নয়াদিল্লি, ৪ মে : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নয়াদিল্লিতে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে জাতীয় সমবায় রপ্তানি লিমিটেড (ঞ্ছক্কজ্র), জাতীয় সমবায় অর্গানিক্স লিমিটেড এবং ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেড (ক্ষক্ষছজ্র)-এর অগ্রগতির মূল্যায়ন করেন।

বৈঠকে মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ২০২৩ সালে এই তিনটি জাতীয় সমবায় সংস্থা গঠন করা হয়, যাতে সমবায় রপ্তানি, জৈব উৎপাদন এবং মানসম্মত বীজের প্রসার ঘটানো যায়।

অমিত শাহ ঞ্ছক্কজ্র-এর জন্য দুই লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এমন তিনটি বিশেষ পণ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, যেগুলির রপ্তানি বর্তমানে ভারত থেকে হয় না। পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দেন যে, সমস্ত সমবায় রপ্তানি শুধুমাত্র ঞ্ছক্কজ্র-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

এতে করে ২০ থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্ভব হবে এবং কর ও প্রচলন ব্যয় বাদ দিয়ে নেট লাভ সরাসরি সমবায় সংস্থাগুলির কাছে ফিরে যাবে।

মন্ত্রী আরও প্রস্তাব দেন যে, ডালের আমদানির জন্য আফ্রিকা ও মিয়ানমারে ঞ্ছক্কজ্র-এর কার্যালয় স্থাপন করা হোক এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা বুঝতে ও সেই অনুযায়ী সরবরাহের সক্ষমতা জানাতে একটি ওয়েবসাইট গড়ে তোলা হোক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে লরেন্স ওয়াংকে নির্বাচনী জয়ে শুভেচ্ছা

নয়া দিল্লি, ৪ মে : ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি সিঙ্গাপুরের নেতা শ্রী লরেন্স ওয়াংকে সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে জনগণের পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী এবং বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেন। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন: 'সাধারণ নির্বাচনে অসাধারণ জয়ের জন্য গজ্রথন্দ্রন্ত্রদ্রত্বত্রঢদ্রদ্রষ্ক-কে আন্তরিক অভিনন্দন। ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে জনগণের নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমাদের বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমি আগ্রহী।'

প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লরেন্স ওয়াং শপথ গ্রহণ করেছেন এবং এটি ভারত-সিঙ্গাপুর সম্পর্কের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভিয়েতনামের থান ট্যাম প্যাগোডায় এক লক্ষাধিক ভক্তের শ্রদ্ধা নিবেদন

হ্যানয়, ৪ মে : ভিয়েতনামের থান ট্যাম প্যাগোডায় গতকাল এক লক্ষেরও বেশি ভক্ত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই পবিত্র অবশেষগুলি ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী কণ্ডুলা দুর্গেশের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে ভারতে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

এই অবশেষগুলি ২১ মে পর্যন্ত জাতিসংঘ ভেসাক উৎসবের অংশ হিসেবে ভিয়েতনামে থাকবে। এবছরের ভেসাক উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য: "মানবিক মর্যাদার জন্য ঐক্য ও অন্তর্ভুক্তি: বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের প্রতি বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি।" জাতিসংঘ স্বীকৃত ভেসাক দিবস ৬ মে থেকে ৮ মে পর্যন্ত উদযাপিত হবে।

ভগবান বুদ্ধের এই অবশেষগুলি ১৮৯৮ সালে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী কাপিলবস্তুর খননকার্য থেকে আবিষ্কৃত হয়। ভিয়েতনামের অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় শহরগুলিতেও এই অবশেষগুলি প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভারত ও আফ্রিকার মধ্যে টেকসই অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত: রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৪ মে : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন যে, ভারত সমস্ত আফ্রিকান দেশের সঙ্গে পারস্পরিক লাভজনক ও টেকসই অংশীদারিত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি ভবনে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লরেন্সোর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু রাষ্ট্রপতি লরেন্সোর সম্মানে একটি নৈশভোজেরও আয়োজন করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, অ্যাঙ্গোলা-সহ সমস্ত আফ্রিকান দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আফ্রিকার শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় অ্যাঙ্গোলার ভূমিকার প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য একটি গুরুতর সংকট এবং এর স্পষ্ট নিন্দা করা উচিত। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় রাষ্ট্রপতি লরেন্সোর সহানুভূতি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

উভয় নেতা দুই দেশের মানুষের অগ্রগতি ও কল্যাণের লক্ষ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একযোগে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন।

দেশের সমস্ত নির্বাচন-সম্পর্কিত পরিষেবা একত্রিত করতে খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে ইসিআইনেট নামক একটি সর্বসমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

নয়াদিল্লি, ৪ মে: ভারতের নির্বাচন কমিশন রবিবার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছ। দেশের সমস্ত নির্বাচন-সম্পর্কিত পরিষেবা একত্রিত করতে খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে ইসিআইনেট নামক একটি সর্বসমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হবে ৪০টিরও বেশি বর্তমান মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে একটি সহজ, আধুনিক ও ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেসে একত্রিত করা। ভোটার, নির্বাচন কর্মী, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজসব পক্ষের জন্যই এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এক সরকারি বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, "একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে নির্বাচন কমিশন ইসিআইনেট নামক একটি নতুন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল ইন্টারফেস তৈরি করছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলবে।" ডেস্কটপ এবং মোবাইলউভয় ডিভাইসে সহজে ব্যবহারযোগ্য এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর আলাদা আলাদা অ্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। ব্যবহারকারীদের একবার লগইনেই মিলবে সব পরিষেবা ও তথ্য।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পরামর্শে ইসিআইনেট-এর ধারণা তৈরি হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সন্দু এবং বিবেক জোশী।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্মে ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, ভোটার টার্নআউট অ্যাপ, সিভিজিল, সুবিধা ২.০, ইএসএমএস, সক্ষম, এবং কেওয়াইসি অ্যাপ-এর মতো জনপ্রিয় অ্যাপ একত্রিত হবে। এই অ্যাপগুলির সম্মিলিত ডাউনলোড সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫.৫ কোটির বেশি। কমিশনের লক্ষ্য, প্রায় ১০০ কোটি ভোটার, ১০.৫ লক্ষ বুথ স্তরের কর্মী, ১৫ লক্ষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ট, ৪৫ লক্ষ ভোটগ্রহণ কর্মী, ১৫,৫৯৭ সহকারী ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক , ৪,১২৩ ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক এবং ৭৬৭ জেলা নির্বাচন আধিকারিক-এর জন্য কাজের গতি ও সুবিধা বহুগুণে বাড়ানো।

ইসিআইনেট শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত আধিকারিকদের তথ্য আপলোড করার অনুমতি দেবে, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। কোনও রকম বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আইনি ফর্মে থাকা মূল তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশন বিধি এবং ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধি-সহ নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় নির্দেশাবলীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।বর্তমানে ইসিআইনেট কার্যকরের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা, ব্যবহারযোগ্যতা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

রবিবার বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজের উদ্যোগে নারায়ন পূজার আয়োজন করা হয়।

রবিবার নয়াদিল্লির ভারতরত্ন সি. সুব্রামণিয়াম অডিটোরিয়ামে 'বিশ্বের প্রথম দুটি জিনোম-সম্পাদিত ধানের জাতের প্রকাশ অনুষ্ঠানে - ভারতে বিকশিত' কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান যোগদান করছেন।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত-মিশর যৌথ কার্য্যগোষ্ঠীর বৈঠকে পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা

কায়রো, ৪ মে : সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় চতুর্থ ভারত-মিশর যৌথ কার্য্যগোষ্ঠীর বৈঠক গতকাল মিশরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের পক্ষে এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেন কায়রোতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. ডি. দেওয়াল এবং মিশরের পক্ষে ছিলেন রাষ্ট্রদূত ওয়ালিদ আল-ফিকি। দুই দেশের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে অংশ নেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, বৈঠকে পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। মিশর ভারতের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলে যে, ভারত যেকোনো ধরনের সহিংসতার মোকাবিলায় পূর্ণ সমর্থন পাবে।

উভয় দেশ সন্ত্রাসবাদের সব রূপ ও প্রকারের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করার বিষয়ে একমত হয়। তারা প্রযুক্তি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং সাইবার জগতকে সন্ত্রাসমূলক কাজে ব্যবহারের মতো উদীয়মান চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা করে।

এছাড়াও, মানি লন্ডারিং, মাদক চোরাচালান এবং সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে একমত হয় দুই পক্ষ।

ড. জয়শঙ্কর আরও জানান, উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়েও আলোচন হয়েছে

নিউ ইয়র্ক, ৪ মে: ভারত পুনরায় জানিয়েছে যে, গাজা সংঘাতে জড়িত সমস্ত পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গতকাল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিন বিষয়ে আয়োজিত আলোচনায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ এই মন্তব্য করেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্য্যকর এবং জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শ্রী হরিশ বলেন, ভারত এমন একটি দেশ যা ইজরায়েল এবং ফিলিস্তিনউভয়ের সঙ্গেই সরাসরি ও উন্মুক্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছে, এবং এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে ভারতের ভূমিকা শান্তি প্রচেষ্টায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি ৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলারও নিন্দা জানান, যার ফলে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

পাশাপাশি, তিনি গাজা অঞ্চলে কোনোরকম বাধা ছাড়াই মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর

ওয়াশিংটন,৪ মে : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর গতকাল আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে আলোচনা করেন।

একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টে ড. জয়শঙ্কর জানান, কাশ্মীরের পাহেলগামে সম্প্রতি সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, এই বর্বর হামলার সঙ্গে জড়িত অপরাধী, তাদের মদতদাতা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজ্ঞান কি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে

রামেন্দ্রসুন্দর সে বিষয়ে একটা অক্ষরও লেখেননি। কেন লেখেননি? এগুলো বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রশ্ন কিন্তু। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। শ্যামল সেনগুপ্ত এই প্রশ্ন তুলেছেন যে তিনি ফিলোসফিকালি ব্যাপারটা মানতে পারেননি বলেই কি লেখেননি? নাকি তখনও পর্যন্ত নিউটোনিয়ান মেকানিক্সকে এ্যাবসোলিউট বলে প্রচার করে আসা বাংলার বিজ্ঞান রচনা কীভাবে হঠাৎ করে 'স্পেস ব্যাপারটাই বেঁকে যায়' বলতে পারে তা বুঝে উঠতে পারেননি? ইন ফ্যাক্ট ইউরোপ আমেরিকাতেও এই নিয়ে প্রচুর তর্ক হয়েছে। নিকোলা টেসলার মতো লোক বলেছিলেন যে আমাকে কেটে ফেললেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো না এ কী রকমের তত্ত্ব যা বলে যে স্পেস ব্যাপারটাই বেঁকে যায়? (হাসি) অথচ ওই একই সময়ে অন্য অনেক নতুন জিনিস নিয়ে কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর দিব্যি ট্যাকল করছেন। অন্যদিকে জগদীশচন্দ্র বসুর কথা ভাবো। অসাধারণ বাংলা লেখা। উনি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বা ইলেক্ট্রো- ম্যাগনেটিক রে না বলে অদৃশ্য-আলো বলছেন! অদৃশ্য- আলো! মানে এটাও আলো, কিন্তু অদৃশ্য! (হাসি) এখানে কিন্তু একটা কনসেপ্ট পরিষ্কার ভাবে চলে এলো। তার মানে একটা নতুন ধারণাকে মানুষের জানা কনসেপ্টের উপর দাঁড় করিয়ে ডিল করছেন। কাজেই এই ধরনের এ্যাপ্রোচ যদি আমরা নিতে পারিযদিও সেটা সব সময় সম্ভব হয় না। আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ সেসব ক্ষেত্রে বিষয়টাকে সরাসরি আনতে হবে। কারণ অনেক জিনিসই যখন প্রথম চালু করা হচ্ছে তখন খটোমটো থাকে। যেমন ধরো তেজস্ক্রিয় শব্দটা নিয়ে একসময় প্রচুর আপত্তি ছিল। আজ তো হরদম বলা হচ্ছে। আমি নিজে বার্নাল অনুবাদের সময় তেজস্ক্রিয়তা না বলে তেজস্ক্রিয়া লিখেছিলাম। আমাদের অভিজিৎ, মানে অভিজিৎ লাহিড়ীকে জিজ্ঞেস করায় ও বলেছিল হ্যাঁ দিব্যি চলে। কিন্তু যেহেতু টেক্সট বইতে বাচ্চারা পড়েনি ওইজন্য চলবে না। যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়ে এমন অনেক কিছু নতুন চালু করেছিলেন যেগুলো চলেনি। তার মধ্যে আবার অনেকগুলো ভালোও নয় যেমন বেগনি পারের আলো (আলট্রা- ভায়োলেট)। ওটা সায়েন্টিফিক দিক থেকে ভালো হলেও শুনতে মোটেই ভালো লাগে না। আবার অতি-বেগুনি বললেও সেটা নিয়ে তাত্ত্বিক সমস্যা আছে! আলট্রা কি সত্যিই অতি? এই যে আগ্নেয়গিরি কথাটা আমরা ব্যবহার করি এটা অক্ষয় দত্তর করা বাংলা। উনি মারা যাওয়ার পর জিওলজিস্ট প্রমথনাথ বোস আপত্তি করেছিলেন। উনি নিজে যেহেতু জিওলজিস্ট, ওঁর যুক্তি ছিল যে এটা তো সবসময় গিরি নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ভলক্যানো তো গহ্বর। আর অক্ষয় দত্ত লাভাকে যে ভস্ম বলেছিলেন সেক্ষেত্রেও প্রমথবাবু আপত্তি করেন। বলেছিলেন ভস্ম বলতে তো আমরা ধোঁয়া জাতীয় জিনিস বুঝি, এটাতো চূর্ণ। এইখানেই সেই প্রিসিশানের কথাটা চলে আসে। তা সত্ত্বেও আগ্নেয়গিরি দাঁড়িয়ে গেল। তার মানে ভাষার শ্রুতিমাধুর্যের একটা ব্যাপার আছে। আর বার বার ব্যবহার করতে করতেও খটোমটো ভাবটা চলে যায়। মাধ্যাকর্ষণ বেশ কঠিন একটা বাংলা তো? আমরা এতবার ব্যবহার করেছি বলে তার খটোমটো ভাবটা চলে গেছে। আবার এই অক্ষয় দত্তই সেন্টিপেটালকে বলেছিলেন কেন্দ্রাপসরণী! আজ ওটা শুনলে কেউ মানবে না। আমার কথা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রেপেটাল ব্যবহার করলে কী এসে গেল? আরেকটা মজার গল্প বলি শোনো। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হৃদ্যতা যেমন ছিল তেমনই তর্ক বিতর্কও খুব হতো। তো এক জায়গায় যোগেশবাবু লিখছেন যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ক্লোরিনের বাংলা পরিভাষা করেছিলেন 'হরিণ'। আমার শুনে প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। তবে ব্যাপারটা শুনতে যতটা হাস্যকর ততটা ঠিক নয়, ক্লোরিনের সবুজ রঙ থেকে উনি নামটা ভেবেছিলেন। হরিত মানে সবুজ। যাই হোক, এই অবধিও বোঝা গেল। এরপর ক্লোরাস-এ্যানহাইড্রাইডের বাংলা উনি করলেন দগ্ধ-হরিণ! (হাসি) ওই এ্যানহাইড্রাস থেকে দগ্ধ নিয়েছিলেন উনি। গরম করে জল উবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ্যাবসার্ড! এই জিনিস কখনও চলবে না। এই ব্যাপারটাকেই সমালোচনা করেন যোগেশচন্দ্র এবং পরে রামেন্দ্রসুন্দর সেটা মেনেও নেন। কাজেই এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে মূল ইংরেজিটা ব্যবহার করে আমরা যদি বাংলা গদ্যের শৈলীটা ঠিক রাখি তাহলে অর্ধেক সমস্যা ওইখানে মিটে যাবে। পরিভাষার কথা ভুলে যান, যে ভাষায় কথা বলি গদ্যের স্ট্রাকচারটা তার মতো রাখলেই হলো।

আর যোগেশ বিদ্যানিধি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন, উনি বলেছিলেন যে যখনই ইউরোপে নতুন কোনো আবিষ্কার হলো অমনি এখানকার বাঙালি পণ্ডিতরা উঠেপড়ে তার একটা বাংলা করতে লেগে গেল। (হাসি) উনি ইউরেনাসের উদাহরণ দিচ্ছেন। অনেকেই সে সময় বলেছিলেন বরুণের সঙ্গে এর মিল আছে! মানে আমাদের মিথোলজির বরুণ দেব! এবং শুধু তাই নয়! এই নিয়ে নাকি পাতার পর পাতা প্রবন্ধও বেরিয়েছিল! উনি বলছেন, আসল সমস্যা হলো আমরা তো বিজ্ঞানটা চর্চা করছি না, আমরা ধরেই নিচ্ছি যে বিজ্ঞানটা ইউরোপের লোকেরাই চর্চা করবে, আবিষ্কার-টাবিষ্কার ওরা করবে, আমরা শুধু শব্দটা খুঁজে বার করে বলবো কিরম দিলাম! এই এ্যাপ্রোচ থেকে বেরিয়ে আসা দরকার! লেট সায়েন্স বি আওয়ার সাবজেক্ট! সায়েন্সের কোনো দেশ নেই! কাজেই ইউরেনাসকে ইউরেনাস বললে কোনো সমস্যা নেই। জিনের বাংলা বংশাণু করা হয়েছিল। খুব ভালো বাংলা! কিন্তু চলেনি। কারণ জিন শব্দটা উচ্চারণ করা সহজ, মনে রাখাও সহজ। আর তাছাড়া জিনও তো ইংরেজি শব্দ নয়। তা ইংরেজ বা আমেরিকানরা যখন ব্যবহার করছে তখন আমাদেরই বা সমস্যা কোথায়? এখানে শব্দ নয় বিজ্ঞানটা ইমপর্ট্যান্ট! আর এইখান থেকেই একটা অন্য প্রশ্ন উঠে পড়েওয়াট ইস সায়েন্স? টেকনিকাল শব্দের ক্ষেত্রে মূল ইংরেজিটা ব্যবহার করে আমরা যদি বাংলা গদ্যের শৈলীটা ঠিক রাখি তাহলে অর্ধেক সমস্যা ওইখানে মিটে যাবে। আপনি কি বিজ্ঞানের দর্শনের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। এটা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জিরো। বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি বলতে আমরা হাত তুলে স্মার্টফোন দেখিয়ে দিই। কিন্তু সেটা তো টেকনোলজি! এর পিছনে যেটা আছে সেটা বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানটা না থাকলে এই ফোনটা আসতেই পারতো না। সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলোজি বলা মানেই কিন্তু সায়েন্স ইস ইকুয়াল টু টেকনোলজি হয়ে যাচ্ছে না। এটা আমাদের সময়ের একটা বড়ো সমস্যার জায়গা। সায়েন্স মানে প্রিন্সিপল অফ ডুইং থিংস, আর টেকনোলজি ইস ওয়াট উই ডু উইথ দোস প্রিনসিপলস! সে কারণেই ইতিহাসের কথা এসে যায়। জগদীশচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায় সকলেই খাঁটি বাঙালি, কিন্তু তাঁরা কতগুলো ভাষা জানতেন! জগদীশ বোসের হাইনরিজ হার্টজকে টপকে ৫-৬ মিলিমিটার তরঙ্গের আবিষ্কারটা কি পরিষ্কার বাংলায় লেখা আছে বলোতো? আমাদের মুশকিলটা হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের নিজেদের ভাষাটাই শিখছি না। ফলে যখন আমাদের সদিচ্ছা জাগছে, তখন আমরা বুঝতে পারছি যে উই আর ইনকেপেবল।

কিন্তু এই সমস্ত সমস্যাগুলোকেই একভাবে এ্যাড্রেস করা যায় যদি স্কুলে, এই ধরো ক্লাস এইট-নাইন থেকে, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পাঠ্য করা হয়। এই যে হঠাৎ করে একদিন নিউটন আপেল পড়া দেখলেন আর মাধ্যাকর্ষণ বুঝে গেলেন, ব্যাপারটা যে একেবারেই তা নয়, এই প্রক্রিয়াটা আমরা একদম বুঝি না। মানে হাউ সায়েন্স ওয়ার্ক সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। বিজ্ঞানীরা ল্যাবের অভ্যন্তরে ঠিক কী করেন সে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের কোনো ধারণাই নেই।

সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পরিবহণ শ্রমিকদের গণ কনভেনশন, সামাজিক সুরক্ষা সহ একাধিক দাবি উত্থাপন

আগরতলা, ৪ মে: আগামী ২০শে মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে রবিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল সিআইটিইউ সদর দপ্তরে। এই কনভেনশনে পরিবহণ শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চারটি শ্রম আইন বাতিলের দাবিকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন।

কনভেনশন থেকে পরিবহণ শ্রমিকরা একজোট হয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সড়ক পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ১০৬-এর ১ ও ১০৬-এর ২ ধারা বাতিল, মোটর ভেহিকল আইন ২০১৯-এর সংশোধনী প্রত্যাহার এবং ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহণ শিল্পে বেআইনি তোলাবাজি বন্ধ করার দাবি।

শ্রমিকদের দাবি, এই আইনগুলি শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং এগুলি বাতিল না করলে পরিবহণ শিল্প তথা শ্রমজীবী মানুষের উপর আরও চাপ সৃষ্টি হবে।

সিআইটিইউ-র নেতৃত্বে আয়োজিত এই গণ কনভেনশন থেকে শ্রমিকরা ২০ মে'র সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্যের বার্তা দেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরবর্তী চার থেকে পাঁচ দিন বজ্রবিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস; দিল্লি ও পার্শবর্তী অঞ্চলে হলুদ সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৪ মে : ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চার থেকে পাঁচ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি এবং ঘণ্টায় দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একই রকম আবহাওয়া পরিস্থিতি পূর্ব এবং মধ্য ভারতে মঙ্গলবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ে শিলাবৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া বইতে পারে। রাজস্থানের কিছু অঞ্চলে ধূলিঝড়ের আশঙ্কাও রয়েছে।

এদিকে, দিল্লি ও পার্শবর্তী অঞ্চলে শনিবার সকালে হালকা ফোঁটা বৃষ্টির মাধ্যমে দিনের শুরু হয়। শহরের জন্য আবহাওয়া দপ্তর 'হলুদ সতর্কতা' (ত্রননদ্রন্দ্র ঋত্রন্ঠ) জারি করেছে, যেখানে মাঝারি থেকে ভারী বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা আগামী ২৪ ঘণ্টায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তবে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

মুম্বইয়ে বুলেট ট্রেন প্রকল্পস্থল পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

মুম্বই, ৪মে : ভারতের প্রথম হাই-স্পিড রেল করিডোরমুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স এলাকায় প্রকল্পস্থল পরিদর্শন করেন।

মন্ত্রী প্রধান নির্মাণ ক্ষেত্রগুলির সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনে অংশ নেন। তিনি বলেন, "এই প্রকল্প ভারতীয় রেল পরিকাঠামোর রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক সংযুক্তি বৃদ্ধির দিক থেকে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত সরকার এই প্রকল্পকে নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ করার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি দেশের পরিবহন ব্যবস্থার একটি নতুন যুগের সূচনা করবে।

সুদানে সহিংসতা অবসানের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস

সুদান, ৪ মে : জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সুদানে চলমান সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান পুনরায় জানিয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন সুদানে সহিংসতা বন্ধ করতে কার্য্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, সুদানের দারফুর অঞ্চলে সহিংসতা যে হারে বাড়ছে, তাতে জাতিসংঘ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। রাজধানী আল-ফাশরেও প্রাণঘাতী হামলা অব্যাহত রয়েছে।

তিনি জানান, দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত জামজাম এবং আবু শাউক নামের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের শিবিরে দুই সপ্তাহ আগে সংঘটিত হামলায় শতাধিক সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে ত্রাণকর্মীরাও রয়েছেন।

আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, চলতি মাসেই শুধুমাত্র জামজাম শিবির থেকে চার লাখের বেশি মানুষ প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

জাতি ভিত্তিক জনগণনার সিদ্ধান্ত এনডিএ সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৪ মে: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, জাতি ভিত্তিক জনগণনা চালানোর সিদ্ধান্ত এনডিএ সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

আজ নয়াদিল্লিতে সংবাদমাধ্যমকে উদ্দেশ করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি, বরং এটি সরকার কর্তৃক চিন্তাভাবনা করে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি জানান, জাতীয় জনগণনা মূলত ২০২১ সালে হওয়ার কথা ছিল, তবে এখন রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী জনগণনায় জাতি ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় এক বছর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

শ্রী প্রধান আরও বলেন, দেশের সব স্তরের মানুষ দলমতের উর্ধে উঠে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন, দলটি দেশের আদিবাসী, দলিত এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বিজেপিকে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

শুরু হল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: শুরু হয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবল। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি দল তাদের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দলের জার্সি প্রকাশের পালা। কৃষ্ণনগর এলাকার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইউনাইটেড বিএসটি রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের জার্সি প্রকাশ করে। লাল হলুদ রংয়ের তাদের জার্সি প্রকাশ করেন ক্লাব সম্পাদক ধীমান দেববর্মা, সভাপতি গৌতম ঘোষ, তাছাড়া ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার কথা ক্লাব সদস্য সঞ্জয় বোস, গৌতম দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন জার্সি পনসরকারী সংস্থার পক্ষে জয়ন্ত চৌধুরী।

মোট ১৮ জন খেলোয়ার কে নিয়ে ইতিমধ্যে তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কোচ বিশাল সাহার নেতৃত্বে মাছ মারা ও সাবরুমের খেলোয়ারদের নিয়ে চলছে তাদের অনুশীলন। অধিনায়ক করা হয়েছে মিজাহাম রিয়াংকে। জার্সি প্রকাশের পর ক্লাব সভাপতি গৌতম ঘোষ বলেন যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ডাকে সাড়া দিয়ে রাজ্য থেকে উদীয়মান খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্য রেখেই তাদের দল গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত জায়গার খেলোয়ার যারা তাদের ট্যালেন্ট প্রকাশ করতে পারে না তাদেরকে মঞ্চ দিতে তাদের দলে নেওয়া হয়েছে। এবং তারা ভালো খেলা প্রদর্শন করবে পাশাপাশি সুপার ফোরে দল যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। আগামী পাঁচই মে তাদের প্রতিবেশী ক্লাব কদমতলা যুব সংস্থার সঙ্গে প্রথম খেলা।প্রসঙ্গত ইউনাইটেড বিএসটি ক্লাব ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেট সহ অন্যান্য খেলায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে।

সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ৭০

● প্রথম পাতার পর

টাকা খরচ হবে। তাতে, তিনি ৩৩ হাজার ভর্তুকি পাবেন। তেমনি, ২ কিলো ওয়াটে খরচ ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, ভর্তুকি পাবেন ৬৬ হাজার টাকা। ৩ কিলো ওয়াটে খরচ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং ভর্তুকি পাবেন ৮৫ হাজার ৮০০ টাকা।

তিনি জানান, ১ মে পর্যন্ত ১৩৫৩৬ জন ওই যোজনায় সোলার প্ল্যান্ট বসানোর আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৬৬ জনের বাড়িতে ইতিমধ্যে সোলার প্ল্যান্ট বসানো হয়ে গেছে। আরও ৬০ জনের বাড়িতেও সোলার প্ল্যান্ট বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু, পোর্টালে তাঁদেরকে এখনও আপডেট করা হয়নি। এদিকে, ১৮৪ জন ইতিমধ্যে ভর্তুকির টাকা পেয়ে গেছেন। বাকিদেরও আবেদনের ভিত্তিতে ভর্তুকির টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে, বলেন তিনি।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানান, যাঁদের সোলার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য আর্থিক অবস্থা নেই, তাঁদেরকে ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছে। এমন ৯৫ জন গ্রাহক ১৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৫০ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছেন। তাঁর দাবি, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে পিম সূর্য ঘর যোজনায় ৫০ হাজার গ্রাহককে যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ওই লক্ষ্যে পৌছুতে সক্ষম হলে ত্রিপুরায় গ্রাহকদের সোলার প্ল্যান্ট থেকেই ১৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে রাজ্যে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে গ্রাহকরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। তিনি জানান, বিদ্যুৎ নিগম গ্রাহকদের সোলার প্ল্যান্ট থেকে উতাদিত বিদ্যুত ২ টাকা ৬৫ পয়সা প্রতি ইউনিট দরে ক্রয় করছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় সমস্ত সরকারি কার্য্যালয়ে সোলার প্ল্যান্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্ষার আগেই

● প্রথম পাতার পর

পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পুর কমিশনার বিশাল কুমার, সহ একাধিক আধিকারিক ও কর্মী।

সন্তানের ওষুধ কিনে ফেরার পথে মৃত্যু বাবার

● প্রথম পাতার পর

বাইকচালকও আহত হয়েছেন, তবে তার আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে।

এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে লিটন দেবনাথের পরিবার ও এলাকায়। সদ্যোজাত শিশুর জন্য ওষুধ কিনতে গিয়ে এভাবে প্রিয়জনের মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ প্রতিবেশীরাও।

পুকুর থেকে উদ্ধার মৃতদেহ চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

হয়। গত কাল দেরিতে আসবেন ভেবে পরিবারের সদস্যরা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন।

কিন্তু অন্যদিনকার মতো তিনি আর রাতে বাড়ি ফেরেননি। সকালে প্রতিবেশীরা স্থানীয় পুকুরে নির্মল পালকে পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্মল পালের স্ত্রী সুবিধা পালকে খবর দেওয়া হলে তিনি দুই ছেলে নিয়ে ছুটে এসে দেখতে পান পুকুরের জলে পড়ে আছে নির্মল পাল। ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে তার। ঘটনাস্থলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের স্ত্রী। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট নয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে, ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

দুটি পৃথক অভিযানে চার পাচারকারী সহ বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

● আটের পাতার পর

রিমান্ডে নিয়ে জোড় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অন্যান্যদের ও হদিশ মিলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে পাক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রীয়

● আটের পাতার পর

রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠন ঊনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে কৈলাসহরে একটি সুবিশাল মৌন মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিছিলটি কৈলাসহর টাউন কালীবাড়ির সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এসে একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে প্রচুর সংখ্যক রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের কার্য্যকর্তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ক্রীড়াঙ্গন

নিউ প্লে সেন্টারকে হারিয়ে এগিয়ে চল কো: ফাইনালে : সান্ত্বনার জয় জিবি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। হারিয়েছে ১৩২ রানের ব্যবধানে নিউ প্লে সেন্টারকে। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এই জয়ের মাধ্যমে এগিয়ে চল সংঘ গ্রুপ-এ থেকে রানার্স হয়ে টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মুল পর্বে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নিউ প্লে সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চল সংঘ সীমিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে। জবাবে নিউ প্লে সেন্টার ১৬.৪ ওভারে ৪৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন, উইকেট রক্ষক এবং ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ ৬৮ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০৮ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়ে অন্নপূর্ণা দাস ১২ রানে তিনটি এবং তনুশ্রী সাহা দুই রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

টিআইটি গ্রাউন্ডে গ্রুপের অপর খেলায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে জিবি প্লে সেন্টার ডিএলএস মেথডে ৩৩ রানের ব্যবধানে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে সান্ত্বনার জয় পেয়েছে। বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কুড়ি ওভারে ৭ উইকেটে ৭২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জিবি প্লে সেন্টার ৮.৪ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়। বিজয়ী দলের দীপিকা পাল ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

কর্নেল সেন্টারকে হারিয়ে ফ্রেন্ডস মূলপর্বে : সান্ত্বনার জয় অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভাইটাল ম্যাচে দারুন জয় পেয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। হারিয়েছে ৭২ রানের ব্যবধানে কর্নেল কোচিং সেন্টারকে। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এই জয়ের মাধ্যমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস গ্রুপ-সি থেকে রানার্স হয়ে টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মুল পর্বে খেলার টিকিট পেয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সীমিত ২০ ওভারে বিনা উইকেটে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে কর্নেল কোচিং সেন্টার সীমিত ২০ ওভারে ৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে। বিজয়ী দলের ওপেনার নিকিতা দেবনাথ ৫৯ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৯১ রান সংগ্রহ করে দলের জন্য বড় স্কোর গড়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়ে অন্তরানী নোয়াতিয়া নয় রানে চারটি এবং নিকিতা দেবনাথ ১২ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছিল।

মেলায় ঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপের অপর খেলায় ক্রিকেট অনুরাগী ৩৪ রানের ব্যবধানে প্রগতি প্লে সেন্টার কে পরাজিত করে প্রথম এবং সান্ত্বনার জয় পেয়েছে। ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কুড়ি ওভারে ৭ উইকেটে ৫৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে প্রগতি প্লে সেন্টার ১১.২ ওভার খেলে ২২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের অন্তরা মুহুরী একাই পাঁচ রানের বিনিময়ে আটটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের নজীর রেখে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

ক্রিকেট থেকে সাময়িক নির্বাসনে রাবাডা!

এপ্রিলের শুরুতে আইপিএল ছেড়ে হঠাৎই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন কাগিসো রাবাডা। মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলে কেন তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। যদিও সেই সময় গুজরাট টাইটান্স বিবৃতি দিয়ে জানায়, ব্যক্তিগত কারণেই দেশে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কারণটা যে নিছকই ব্যক্তিগত নয়, তা জানা গেল এদিন। বলা ভালো, কারণটা নিজেই জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা। ডোপ টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছেন রাবাডা। শনিবার এই মর্মে নিজেই 'ভুল' স্বীকার করেছেন তিনি।

রাবাডা জানিয়েছেন, তিনি বিনোদনমূলক ড্রাগ সেবন করেছিলেন। কোনও ক্রীড়াবিদেরই এই ওষুধ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯ এপ্রিল জানা গিয়েছিল, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে প্রোটিয়া পেসার দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিল জানিয়েছিলেন, ১০ দিনের মধ্যেই দলে ফিরতে চলেছেন রাবাডা। যদিও এদিন প্রোটিয়া তারকা 'সাময়িক নিষেধাজ্ঞা' ভোগ করছেন তিনি। এর ফলে রাবাডা কবে আইপিএল খেলতে গুজরাট টাইটান্স শিবিরে ফিরবেন, তা স্পষ্ট নয়। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এদিন সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন রাবাডা। প্রোটিয়া তারকা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে কখনওই ক্রিকেটকে হালকাভাবে নেবেন না। তিনি বলেন, 'খবর হয়েছিল ব্যক্তিগত কারণে আমি আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়েছি। আসলে বিনোদনমূলক ড্রাগ নেওয়ার কারণে আমি সাময়িকভাবে নিষেধাজ্ঞা ভোগ করছি। এর জন্য প্রচণ্ড হতাশ। আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ভবিষ্যতে ক্রিকেটকে এমন হালকাভাবে নেব না। ক্রিকেটকে ভালোবাসি। তাই ফিরে আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।' বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, এই পরিস্থিতিতে তাঁর গুজরাট টাইটান্স শিবিরে ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই। চলতি আইপিএলে মাত্র দু'টি ম্যাচে ১টি উইকেট শিকার করেন তিনি। এবারের মেগা নিলামে তাঁকে ১০.৭৫ কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। রাবাডার এই বিবৃতির পর গুজরাট শিবিরের পক্ষ থেকে এখন অবধি কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ট্র্যাফিক সার্জেন্টদের মতো রেফারিদের সঙ্গেও 'বডি ক্যাম'!

ফিফার নতুন সিদ্ধান্ত। এ বার ক্যামেরা নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করবেন রেফারিরা। ক্লাব বিশ্বকাপে রেফারিদের সঙ্গে থাকবে ভিডিয়ো ক্যামেরা বা 'বডি ক্যাম'। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের সার্জেন্টরা যে ধরনের 'বডি ক্যাম' ব্যবহার করেন, অনেকটা তেমন ক্যামেরা নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করবেন রেফারিরা। ফুটবলের একটি নিয়ম পরিবর্তনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফা। গোলরক্ষকেরা ৮ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখলে কর্নার পাবে প্রতিপক্ষ দল।

ক্লাব বিশ্বকাপ হবে এক মাস ধরে। অংশগ্রহণ করবে ৩২টি দল। এ বারই প্রথম এই প্রতিযোগিতা হবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার মতো করে। এই প্রতিযোগিতাতেই ফুটবলপ্রেমীরা খেলা দেখতে পাবেন রেফারির চোখে। অর্থাৎ, একজন রেফারি মাঠে যে ভাবে খেলা বা ফুটবলারদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন, দর্শকেরাও সে ভাবে দেখতে পাবেন। ফিফার আশা, 'বডি ক্যাম'-এর ব্যবহার ফুটবলকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে দর্শকদের কাছে। আগামী ১৪ জুন শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। ফাইনাল হবে ১৩ জুলাই। আমেরিকার ১১টি শহরে ১২টি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলি। আমেরিকায় হবে ক্লাব বিশ্বকাপ। প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১১৭ জন ম্যাচ অফিশিয়ালের তালিকা ঘোষণা করেছে ফিফা। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন রেফারি, ৫৮ জন সহকারী রেফারি এবং ২৪ জন ভিডিয়ো ম্যাচ অফিশিয়াল বা ভিএআর রেফারি। ৪১টি দেশের ম্যাচ অফিশিয়ালেরা ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছেন।

ফিফার রেফারিজ কমিটির চেয়ারম্যান পিয়েরলুইজি কলিনা বলেছেন, "মূলত দর্শকদের কথা ভেবেই রেফারিদের 'বডি ক্যাম' দেওয়া হবে। এর ফলে দর্শকেরা ফুটবল দেখার নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। এমন কিছু ছবি তাঁরা দেখতে পাবেন, যা আগে কখনও তাঁরা দেখেননি। একই সঙ্গে রেফারিদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে 'বডি ক্যাম'-এর ছবি। তা ছাড়া রেফারিরা ম্যাচ পরিচালনার সময় কী দেখছেন, তা-ও অনেকটা বোঝা যাবে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ।"

উল্লেখ্য, গত ৬ মে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এবং ক্রিস্টাল প্যালেস। সেই ম্যাচে 'রেফক্যাম' পরে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন জারেড জিলেট। রেফারির ঠিক কানের পাশে 'রেফক্যাম' বসানো হয়। এই বিশেষ ক্যামেরার মাধ্যমে রেফারির দৃষ্টিকোণ থেকে কী ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে এবং রেফারি কী ভাবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ করে থাকেন, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে বুন্দেশলিগাতেও ওই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল।

দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনেও খেতাবি অপেক্ষা বাড়ল বায়ার্ন মিউনিখের

জয় পেলেই বুন্দেসলিগার খেতাব পেত বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জয়ের উৎসবে গা ভাসাতে পারবেন না বায়ার্ন সমর্থকরা। টানটান উত্তেজনায় ভরা ম্যাচে লাইপজিগের সঙ্গে ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র করে বায়ার্ন। ফলে এদিনই চ্যাম্পিয়ন হওয়া হল না তাদের।

রবিবার বায়ার লেভারকুজেন পয়েন্ট হারালেই শিরোপা পাবে বায়ার্ন মিউনিখ। এদিন শুরুটা ভালো করেনি বায়ার্ন। প্রথমার্ধেই ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে মিউনিখের দলটি। লাইপজিগের হয়ে ১১ এবং ৩৯ মিনিটে গোল করেন সেসকো এবং ক্লস্টারমান।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় বায়ার্ন। মুহুর্মুহু আক্রমণ শানিয়ে বিপক্ষের ব্যতিব্যস্ত রাখে তারা। এর ফলও মেলে। ৬২ এবং ৬৩ মিনিটে কমান ডায়ার এবং ওলিসের গোলে বায়ার্নের পক্ষে স্কোরলাইন হয় ২-২। এরপর আরও চাপ বাড়ায় তারা। ৮৩ মিনিটে জসুয়া কিমিচের ঠিকানা লেখা পাস থেকে জোরালো শটে দলকে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন লেরয় সানে। গ্যালারি তখন উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। সবাই যখন ধরেই নিয়েছে বুন্দেসলিগার শিরোপা জিততে চলেছে বায়ার্ন মিউনিখ, ঠিক তখনই অতিরিক্ত সময় (৯০+৪) খেলার গতির বিরুদ্ধে গিয়ে গোল করেন ইউসুফ পলসেন।

ড্রয়ের ফলে ৩২ ম্যাচে বায়ার্নের পয়েন্ট ৭৬। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লেভারকুজেন। এক ম্যাচ কম খেলে তাদের পয়েন্ট ৬৭। বায়ার্নের চেয়ে তাদের ৯ পয়েন্টের ফারাক। এখনও বাকি তিনটি ম্যাচ। লেভারকুজেন যদি সব ম্যাচে জেতে, অন্যদিকে শেষের দু'টি ম্যাচ যদি বায়ার্ন হেরেও যায় তাহলেও দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দেখা হবে গোল পার্থক্য। বায়ার্ন এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের চেয়ে গোল ফারাকে ৩০ ব্যবধানে এগিয়ে। তাই বায়ার্নের শিরোপা জয় এখন সময়ের অপেক্ষা।

এ ডি নগরকে হারিয়ে চাম্পামুড়া কো: ফাইনালে : ১ রানে জয়ী আগরতলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় পেয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। হারিয়েছে ১২৩ রানের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টারকে। এই জয়ের মাধ্যমে চম্পামুড়া কোচিং সেন্টার গ্রুপ-বি থেকে রানার্স হয়ে টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মুল পর্বে খেলা নিশ্চিত করেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার সীমিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এডি নগর প্লে সেন্টার ১৭.৪ ওভারে ৩৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের মেঘা দাস ৫২ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি সহযোগে ৭৭ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়ে পূজা দাস ১৪ রানে তিনটি এবং স্নেহা দেবনাথ ৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

এমবিবি স্টেডিয়ামে গ্রুপের অপর খেলায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে আগরতলা কোচিং সেন্টার ভিজেডি মেথডে রোমাঞ্চকর ভাবে এক রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে পরাজিত করে সান্ত্বনার জয় পেয়েছে। আগরতলা কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে কুড়ি ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ইউনাইটেড বি এস টি ১৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়। বিজয়ী দলের এঞ্জেল পাল ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে ফেলার দাবি গাভাসকরের

চলতি বছর সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ। সেখানে কি পাকিস্তানকে খেলতে দেখা যাবে না? পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর যা পরিস্থিতি, তাতে পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরের। এমনকী তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে ফেলার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে গাভাসকর বলেন, "বিসিসিআই সবসময় ভারত সরকারের কথা অনুযায়ী চলে। তাই আমি মনে করি না এশিয়া কাপের ক্ষেত্রেও এর কোনও বদল হবে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপের আয়োজক। তাই এটা নির্ভর করবে পরিস্থিতি কতটা পরিবর্তিত হবে তার উপর। আমি তো কোনওভাবেই পাকিস্তানকে এশিয়া কাপের অংশ হতে দেখছি না। আসলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কেমন থাকে, তার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে।"

গাভাসকরের কথায়, পাকিস্তানকে বাদ দেওয়ার জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে রাখার কোনও দরকার নেই। তিনি বলেন, "আমি জানি না এটি কীভাবে হবে। এমনও হতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হল। সেক্ষেত্রে হয়তো তিন দেশের টুর্নামেন্ট হবে। অথবা হংকং বা সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চার দেশের টুর্নামেন্ট করা হল। তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কী ঘটবে, তার উপর নির্ভর করছে অনেককিছু।"

তাঁর সংযোজন, "যা ঘটছে তাতে যদি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ভেঙে যায় , তবে মোটেও অবাক হব না। যদি দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির থাকে, তবে দুই দেশের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে

সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেটের সুপার সিক্স-এর লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার সিক্স এর লাইন আপ চূড়ান্ত। আগামী ৬ মে থেকে শুরু হচ্ছে সুপার সিক্স-এর খেলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। ইতোমধ্যে আজ, রবিবার গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে সুপার সিক্স-এ উন্নীত ছয় দলের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে সুপার সিক্স-এর লাইন আপও তৈরি। ৬ই মে সকাল পৌনে নয়টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে, গ্রুপ বি রানার্স চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার এর বিরুদ্ধে।

একই দিন বেলা একটায় এমবিবি স্টেডিয়ামেই গ্রুপ-এ রানার্স এগিয়ে চল সংঘ খেলবে গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। একইভাবে ৭ মে সকালে চাম্পামুড়া খেলবে গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় মৌচাক ক্লাব খেলবে গ্রুপ সি রানার্স ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের বিরুদ্ধে। ৮ মে সুপার সিক্স-এর অন্তিম দিনে সকালের ম্যাচে ব্লাডমাউথ খেলবে তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে। বেলা একটার ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১০ মে-তে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ১২ মে-তে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

উঠতি প্রতিভাদের সন্ধান পেয়েও পাত্তা দেয়নি চেন্নাই!

আইপিএলের বিভিন্ন দলে রয়েছেন 'স্কাউট'। যাঁদের কাজ সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে দলের জন্য প্রতিভাবান ক্রিকেটার খুঁজে নিয়ে আসা। প্রয়োজনীয় ক্রিকেটারের খোঁজে জেলা স্তরের ছোটখাট প্রতিযোগিতাও তাঁরা দেখতে যান অনেক সময়।

ব্যতিক্রম নয় চেন্নাই সুপার কিংসও। তাদের 'স্কাউট'রাও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে নতুন নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সন্ধান দেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষকে। আইপিএলের গত নিলামের আগেও বেশ কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারের নাম সুপারিশ করেছিলেন। সেই তালিকায় ছিল প্রিয়াংশ আর্যের নাম। অতীতে যেমন তাঁদের তালিকায় ছিল বরুণ চক্রবর্তী, সাই সুদর্শনের নাম। সূত্রের খবর, চেন্নাই কর্তৃপক্ষ সেই তালিকাকে গুরুত্ব দেননি। চেন্নাই কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেন দীপক হুডা, বিজয় শঙ্কর, রাহুল ত্রিপাঠিদের উপর।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে এমনই দাবি করেছে। সিএসকের একটি সূত্র এই খবর জানিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্জাবের হয়ে আইপিএলে নজর কাড়ছেন প্রিয়াংশ। এখনও পর্যন্ত ১০টি ম্যাচ খেলে ৩৪৬ রান করেছেন। তরুণ ক্রিকেটারের স্ট্রাইক রেট ১৯৬।

কয়েক দিন আগে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং স্বীকার করে নিয়েছিলেন, নিলামে তাঁরা ঠিক মতো দল তৈরি করতে পারেননি। তাঁদের ক্রিকেটার বাছাইয়ে কিছু ভুল হয়েছে। মেনে নেন তাঁদের পরিকল্পনায় গলদ ছিল। দলের 'স্কাউট'দের পরামর্শ শুনলে হয়তো প্রতিযোগিতার মাঝে এসে ফ্লেমিংকে এমন আক্ষেপ করতে হত না। গত ম্যাচে পঞ্জাবের কাছে হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই। এই প্রথম পর পর দু'টি মরসুমে আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে পারলেন না ধোনিরা।

একই দিনে পাঁচ নজির কোহলির

আইপিএলে প্রতি ম্যাচেই কোনও না কোনও নজির গড়েন বিরাট কোহলি। শনিবার ঘরের মাঠে চেন্নাই ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হল না। কোহলি অর্ধশতরান করলেন। একই দিনে গড়লেন ছ'টি নজির। কমলা টুপির মালিকও হলেন।

১) আইপিএলে একটি দলের হয়ে ৩০০টি ছক্কা হল কোহলির। বেঙ্গালুরুর হয়ে ৩০০টি ছক্কা হয়ে গেল তাঁর। আইপিএলে একটি দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার নজির আগেই গড়েছিলেন কোহলি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্রিস গেল (২৬৩)। এর পরে রয়েছেন রোহিত শর্মা (২৬২), কায়রন পোলার্ড (২৫৮) এবং মহেন্দ্র সিংহ ধোনি (২৫৭)।

২) গেলের আর একটি নজির ভেঙে দিয়েছেন কোহলি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটি মাঠে সর্বাধিক ছয় মারার নজির গড়েছেন তিনি। বেঙ্গালুরুতে কোহলি মেরেছেন ১৫৪টি ছয়। গেল এই বেঙ্গালুরুতেই মেরেছেন ১৫১টি ছয়। পাশাপাশি মিরপুরে গেলের ১৩৮টি ছয় রয়েছে। এ ছাড়া নটিংহ্যামে আলেক্স হেলসের ১৩৫টি ছয় এবং ওয়াংখেড়েতে রোহিত শর্মার ১২২টি ছয় রয়েছে।

৩) আইপিএলের ইতিহাসে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরান হল কোহলির। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে আগে ন'টি অর্ধশতরান ছিল শিখর ধাওয়ানের। শনিবার কোহলির ১০ নম্বর অর্ধশতরান হল। ডেভিড ওয়ার্নার এবং রোহিত শর্মারও ন'টি করে অর্ধশতরান রয়েছে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে।

৪) আইপিএলের ইতিহাসে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রান করলেন কোহলি। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ১১৪৬ রান করেছেন। পিছনে ফেলে দিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নারকে (১১৩৪)। ওয়ার্নার পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১১৩৪ রান করেছেন। এ ছাড়া দিল্লি ও পঞ্জাবের বিরুদ্ধে কোহলির যথাক্রমে ১১৩০ এবং ১১০৪ রান রয়েছে। ওয়ার্নার কেকেআরের বিরুদ্ধে ১০৯৩ রান করেছেন। রোহিত শর্মা কেকেআরের বিরুদ্ধে ১০৮৩ রান করেছেন।

৫) আইপিএলে এই নিয়ে আট বার এক মরসুমে ৫০০-র বেশি রান হল কোহলির। তিনিই সবার আগে। টপকে গেলেন ওয়ার্নারকে (৭)। তৃতীয় কেএল রাহুল (৬)। পাশাপাশি সাই সুদর্শনকে (৫০৪) টপকে কমলা টুপি এখন কোহলির (৫০৫) মাথায়।

চার ম্যাচ পর মেসির গোল তিন ম্যাচ পর মায়ামির জয়

সময়টা ভালো যাচ্ছিল না কারও জন্যই। না লিওনেল মেসির, না ইন্টার মায়ামির। একাধিক ম্যাচে গোল ও জয়খরার পর অবশেষে আজ গোল করেছেন মেসি, জয়ে ফিরেছে মায়ামিও। আজ ফ্লোরিডায় মেজর লিগ সকারের ম্যাচে নিউইয়র্ক রেডবুলসকে ৪—১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মায়ামি।

এটি টানা তিন হারের পর মায়ামির প্রথম জয়। আর টানা চার ম্যাচ গোলহীন থাকা মেসি করেছেন একটি গোল। এ ছাড়া গোল করেছেন লুইস সুয়ারেজ, মার্সেলো ভেইগান্ট আর ফাফা পিকাল্ট। এই জয়ে এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় চারে উঠে এসেছে ইন্টার মায়ামি। ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামের ম্যাচটিতে ৯ মিনিটেই মায়ামিকে এগিয়ে দেন পিকাল্ট। ৩০ মিনিটে ব্যবধানে দ্বিগুণ হয় ভেইগান্টের গোলে। আর ম্যাচের ৩৯ মিনিটে সুয়ারেজ স্কোরলাইন করে ফেলেন ৩—০। এই গোলে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৯ ম্যাচের গোলখরা কাটান সাবেক উরুগুইয়ান তারকার।

গত বছর এমএলএস কাপের ফাইনাল খেলা রেডবুলস টানা তিন গোল হজমের পর এরিক ম্যাক্সিম চুপো---মোটিংয়ের সৌজন্যে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। গত বছর বায়ার্ন মিউনিখ থেকে আসা এই ক্যামেরুনিয়ান ৪৩তম মিনিটে রেডবুলসকে গোল এনে দেন।

মেসির গোলটি আসে ম্যাচের ৬৭তম মিনিটে।

দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোলটি আসে মেসিরই তৈরি করা আক্রমণ থেকে। বক্সের বাইরে থেকে মেসি তালেসকো সেগোভিয়ার সঙ্গে দ্রুত দুবার বল দেওয়া—নেওয়া করেন। ততক্ষণে বক্সের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর্জেন্টাইন তারকা দুই ডিফেন্ডারের চাপ সামলে বাঁ পায়ের জোরালো শট বল জালে পাঠান। এটি চলতি বছর মায়ামির হয়ে ১৩ ম্যাচে মেসির ৮ম গোল। আর ক্যারিয়ারের ৮৫৯তম।

এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১০ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ২১। ১১ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে কলম্বাস ক্রু, সমান ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ফিলাডেলফিয়া।

কোচিং থেকে 'ছুটি' নিচ্ছেন পেপ?

চলতি মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। গতবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা এবার রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে লিভারপুল। মরশুম শেষে দল ছাড়বেন কেভিন ডি ব্রুইন। এবার কি পেপ গুয়ার্দিওলাও ইতিহাদের ক্লাব ছাড়তে চলেছেন? কোচিংও কি ছেড়ে দেবেন? তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর সেই জল্পনা তুঙ্গে ওঠে।

এই মুহূর্তে ৩৫ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টারের নীল দলের। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য এবার প্রথম চারে শেষ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই আতঙ্ক এখন অনেকটাই কমেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে অনেক আগেই বিদায় ঘটেছে। একমাত্র হাতে পড়ে এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। কিন্তু উলভসকে হারানোর পর ম্যান সিটির কোচ গুয়ার্দিওলার মন্তব্য উসকে দিল 'অবসর' জল্পনা।

ম্যাচের পর স্প্যানিশ কোচ বলেন, "সিটির সঙ্গে আমার চুক্তি শেষ হলেই আমি কোচিং থামাব। এখনও জানি না, পুরোপুরি অবসর নেব কি না। কিন্তু একটা বড় ছুটি ঠিকই নেব। যদিও আমি জানি না লোকে আমাকে কীভাবে মনে রাখবে?" বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের প্রাক্তন কোচের একটু দার্শনিক ভাবেই বলেন, "মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা দুই-তিনদিন কাঁদে। তারপর সবাই ভুলে যায়। কোচের জীবনও তাই। তবে ভালো কোচকে সবাই মনে রাখে।"

পেপের মন্তব্যের পরই জল্পনা শুরু হয়ে যায়, কবে সিটির দায়িত্ব ছাড়ছেন তিনি? সিটির সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি আছে তাঁর।

নির্বাচনী পরিষেবার জন্য একক প্ল্যাটফর্ম ঃ কমিশন

নয়াদিল্লি, ৪ মে।। ভারতের নির্বাচন কমিশন রবিবার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছ। দেশের সমস্ত নির্বাচন-সম্পর্কিত পরিষেবা একত্রিত করতে খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে ইসিআইনেট নামক একটি সর্বসমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হবে ৪০টিরও বেশি বর্তমান মোবাইল ও ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনকে একটি সহজ, আধুনিক ও ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেসে একত্রিত করা। ভোটার, নির্বাচন কর্মী, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজসব পক্ষের জন্যই এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এক সরকারি বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, "একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে নির্বাচন কমিশন ইসিআইনেট নামক একটি নতুন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল ইন্টারফেস তৈরি করছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলবে।" ডেস্কটপ এবং মোবাইলউভয় ডিভাইসে সহজে ব্যবহারযোগ্য এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর আলাদা আলাদা অ্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। ব্যবহারকারীদের একবার লগইনেই মিলবে সব পরিষেবা ও তথ্য।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পরামর্শে ইসিআইনেট-এর ধারণা তৈরি হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সন্দু এবং বিবেক জোশী।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্মে ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, ভোটার টার্নআউট অ্যাপ, সিভিজিল, সুবিধা ২.০, ইএসএমএস, সক্ষম, এবং কেওয়াইসি অ্যাপ-এর মতো জনপ্রিয় অ্যাপ একত্রিত হবে। এই অ্যাপগুলির সম্মিলিত ডাউনলোড সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫.৫ কোটির বেশি। কমিশনের লক্ষ্য, প্রায় ১০০ কোটি ভোটার, ১০.৫ লক্ষ বুথ স্তরের কর্মী, ১৫ লক্ষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ট, ৪৫ লক্ষ ভোটগ্রহণ কর্মী, ১৫,৫৯৭ সহকারী ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক , ৪,১২৩ ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক এবং ৭৬৭ জেলা নির্বাচন আধিকারিক-এর জন্য কাজের গতি ও সুবিধা বহুগুণে বাড়ানো।

ইসিআইনেট শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত আধিকারিকদের তথ্য আপলোড করার অনুমতি দেবে, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। কোনও রকম বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আইনি ফর্মে থাকা মূল তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশন বিধি এবং ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধি-সহ নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় নির্দেশাবলীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।বর্তমানে ইসিআইনেট কার্যকরের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা, ব্যবহারযোগ্যতা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ৭৬৭ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও ৪,১২৩ জন ইআরও-র সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের প্রকাশিত ৯,০০০ পাতার ৭৬টি নির্দেশিকা ও হ্যান্ডবুক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চূড়ান্ত রূপে চালু হলে, ইসিআইনেট ভারতের ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে নির্বাচনী কর্মীদের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অনেক সহজতর করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগরতলায় যাত্রা শুরু পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রবিবার আগরতলা বাধারঘাট রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছে পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে এই বিশেষ পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে রওনা করেন উত্তর-পূর্ব রেলের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। এদিন এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আগরতলা বাধারঘাট রেলস্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করে পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন। উত্তর-পূর্ব রেলের জনৈক আধিকারিক জানান রাজ্যের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে এই কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন। এই ট্রেনের সূচনা লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় এক নতুন পালক সংযোজন। তিনি আরো বলেন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন পণ্য পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আগরতলা থেকে এই কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা এবার উত্তর পূর্বাঞ্চলেও পণ্য পৌঁছে দেওয়ার কাজকে আরো সহজ করে তুলবে। এর ফলে খুব অল্প সময়ে বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে যাবে নির্দিষ্ট জায়গায়। যার ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ গোটা দেশের উন্নয়ন আরো সমৃদ্ধ হবে।

বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ সংগঠনের অফিস ভবন উদ্বোধনে নারায়ণ পূজা

আগরতলা, ৪ মে : ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ এতদিন ধরে বিভিন্ন পার্ক বা স্কুলে তাদের সম্মেলন ও কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এবার তারা পেল নিজস্ব ঠিকানা। কৃষ্ণনগরের স্কাইলার্ক ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি উদ্বোধন হলো সংগঠনের অফিস ভবন।

রবিবার নারায়ণ পূজার মধ্য দিয়ে এই নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী, সভাপতি জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত ভাস্কর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে জানান, বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রাহ্মণদের সংগঠিত করা এবং পূজার্চনার বিভিন্ন নিয়ম ও মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সকলের কাছে স্পষ্ট করা। পূজার সময় জজমানদেরকে যেন ব্রাহ্মণরা যথাযথভাবে মন্ত্রের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন, সেই আহ্বান জানানো হয়।

বুদ্ধ জয়ন্তীতে পশু-পাখি নিধন ও মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের নির্দেশ

কুমারঘাট, ৪ মে: আসন্ন বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ১২ মে, কুমারঘাট ও লংতরাইভ্যালি মহকুমা এলাকায় যেকোনও ধরনের পশুপাখি নিধন এবং মাংস বিক্রি-তে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মহকুমা প্রশাসন।

শান্তির বার্তা বহনকারী এই পবিত্র দিনে জীবহানির কোনও ঘটনাই যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দেশ অমান্য করলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির বাজার, ব্যবসায়ী সমিতি ও স্থানীয় থানাগুলিকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ১২ মে তারিখের জন্য প্রযোজ্য থাকবে বলে স্পষ্ট করেছে প্রশাসন।

চোর ধরল দমকলকর্মীরা ! শান্তির বাজারে পুলিশের ভূমিকায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী

শান্তির বাজার, ৪ মে : শহরের নিরাপত্তা রক্ষায় এবার দমকল বাহিনীর কর্মীদের অভিনব ভূমিকা। অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ঘটনাজনিত আহতদের উদ্ধার করাই যাদের মূল দায়িত্ব, সেই শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবার এক চোরকে হাতে-নাতে ধরে তুলে দিলেন পুলিশের হাতে। শনিবার গভীর রাতে শান্তির বাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কাছাকাছি একটি দোকানে চুরির চেষ্টা চলাকালীনই ওই চোরকে পাকড়াও করেন দমকল কর্মীরা। পরে থানায় খবর দিয়ে চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা। ঘটনায় দমকল বাহিনীর সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসী। শান্তির বাজারের দমকল বাহিনী দীর্ঘদিন ধরেই সঠিক সময়ে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নি নির্বাপন এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক সহায়তা দিতে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার তাঁদের পুলিশের ভূমিকায় দেখে সকলেই চমকিত। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, রাতে পুলিশের টহলের অভাবেই শহরে বেড়ে চলেছে চুরির ঘটনা। পুলিশের চোখ এড়িয়ে নিশিকুটুম্বদের দল প্রায়শই শহরের বিভিন্ন দোকানে চুরি করছে। পুলিশ ব্যস্ত থাকছে হেলমেট পরীক্ষা বা অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে, ফলে রাত নামলেই শহর হয়ে পড়ছে অরক্ষিত। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। তবে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আপাতত এক চুরির ঘটনা রোখা সম্ভব হয়েছে বলেই জানিয়েছেন শান্তির বাজার অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। এই ঘটনার পর শহরের নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসছে বিভিন্ন মহলে।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সিপাহীজলা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বৃদ্ধি, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক কর্তব্য পালনের অঙ্গীকারে রবিবার চৌঠা মে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সিপাহীজলা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশালগড় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সোনামুড়া ,বক্সনগর এবং বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিকরা অংশ নেন।

সম্মেলনের শুরুতেই জেলার দুই প্রয়াত সাংবাদিক সাধন দেবনাথ ও আব্দুল সাত্তারের এবং পহেলগাওয়ে গত ২২ এপ্রিল সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় নিহতদের স্মরণে মৌন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। খোকন ঘোষ ,দেবাশীষ দত্ত, ভবতোষ ঘোষ জেলা নেতৃত্ব সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার ওপর দিকপাত করেন।

রাজ্য কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিজয় পাল ও সুনীল দেবনাথ রাজ্য জুড়ে যে সাংগঠনিক পরিক্রমা চলছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আশু কর্মসূচি সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন। জেলার সবকটি মহকুমাতেই কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

জম্পুইজলা মহকুমায় শীঘ্রই বিভাগীয় সম্মেলন ও সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ৩ সদস্যক একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এর কনভেনার ও দুই সদস্য হলেন যথাক্রমে, শিবচরন দেববর্মা , সুমিত দেববর্মা ও বিন্দু দেববর্মা। সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে সিপাহী জলা জেলা সম্মেলনেও সাংবাদিকদের পরিবারের পড়ুয়াদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গঠন করা হয়েছে ১১ সদস্যক সিপাহীজলা জেলা কমিটি।

সভাপতি ,সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে দেবাশীষ দত্ত, শিবচরন দেববর্মা, অজয় পাল, নরেশ দাস ,জীবন সাহা ,সুমিত দেববর্মা, অভিজিৎ বর্ধন, জ্যোতির্ময় সাহা ,বিশ্বজিৎ লস্কর, সমীর ভৌমিক ও ভবতোষ ঘোষ।

ধর্মনগরে ক্যান্সার হাসপাতালের কাজ শুরু, উত্তর জেলার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা

ধর্মনগর, ৪ মে: উত্তর ত্রিপুরার মানুষের জন্য আশার আলো নিয়ে এলো রবিবার। বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে শুরু হল ধর্মনগর ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার-এর নির্মাণকাজ।

এই মহতী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কাসার ক্যান্সার হাসপাতাল সোসাইটির সহায়তায়। রবিবার অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক ও রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

হাসপাতালের কাজ শুরু হওয়ায় স্বভাবতই খুশি স্থানীয় মানুষ। বিধায়ক জানান, এই হাসপাতাল চালু হলে শুধু উত্তর জেলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্যান্সার রোগীরাও উপকৃত হবেন। তারা অত্যাধুনিক ও সুলভ চিকিৎসা সুবিধা পাবেন। বিশ্ববন্ধু সেন আরও জানান, কাছার ক্যান্সার হাসপাতাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগেই এই হাসপাতালের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ক্যান্সার শনাক্তকরণে ব্যবহৃত দুটি কক্ষ সরকারি বরাদ্দে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হওয়া রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এখান থেকেই শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে বলেই আশা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

কাশ্মীরে পাক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ মে: কাশ্মীরের পহেলাগাঁও বৈসরন উপত্যকায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলো, রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠন ঊনকোটি জেলা কমিটি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা বিরোধী অভিযানে যুব মোর্চার হানা, মাদকসহ ধৃত সুমন

আগরতলা, ৪ মে: মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার হয়েছে। সেই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রবিবার বড়দোয়ালী যুব মোর্চা বড় পদক্ষেপ নেয়।

৩৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ভট্টপুকুর এলাকায় যুব মোর্চার সভাপতি পদ্মনাভ সাহার নেতৃত্বে একদল কর্মী অভিযান চালান। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ছিল যে, ওই এলাকার সুমন দেব ও তার ভাগিনা প্রশান্ত ঘোষ নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত।

এদিন বড়দোয়ালী কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিকের উপস্থিতিতে যুব মোর্চার কর্মীরা সুমন দেবের বাড়িতে হানা দিলে বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সুমন দেবকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

যদিও অভিযুক্ত প্রশান্ত ঘোষকে সেসময় খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে যুব মোর্চা সূত্রে জানানো হয়েছে, তাকেও খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এলাকাবাসী যুব মোর্চার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নেশার জালে জর্জরিত ছিল এলাকা, এবার হয়তো মুক্তির আশা দেখা যাচ্ছে।

দুটি পৃথক অভিযানে চার পাচারকারী সহ বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: দুটি পৃথক অভিযানে রেলে করে গাঁজা পাচারের সময় পুলিশের হাতে ধৃত চারজন। তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

প্রথম অভিযানে বহি:রাজ্যের দুই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ, তাদের বাড়ি বিহারে। তারা যথাক্রমে, রোশনা দেবী এবং রঞ্জু দেবী। তাদের কাছ থেকে দুটি ব্যাগে মোট ৪ কেজি ৪০৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ট্রেনে করে এই গাঁজাগুলি তারা বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

অপরদিকে রাজ্যের আরো দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলেন, বিল্লাল হোসেন(৩৬) বাড়ি মধ্য বক্সনগর কলম চওড়া থানার অন্তর্গত সিপাহীজলা জেলা ও পিন্টু সরকার(৩১)

বাড়ি খাসিয়া মঙ্গল তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত খোয়াই জেলা। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ২২ কেজি ৭৭৫ গ্রাম শুকনা গাঁজা। তাদের আজ আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল ত্রিপুরা হেল এন্ড লাফিং এ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে শহরে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে: অল ত্রিপুরা হেল এন্ড লাফিং এ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে রবিবার সকালে আগরতলা শহরে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসি সুস্বাস্থ্যের অন্যতম একটি উপায়।

মানুষ এখন এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অন্যের সঙ্গে সময় ভাগ করে নেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না। মানুষ অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এ অবস্থায় একটুখানি হাসি মানুষকে জীবনের সব অবসাদ ভুলিয়ে দিতে পারে।

সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রবিবার ৪ঠা মে সকাল ৭ ঘটিকায় অল ত্রিপুরা হেলথ এন্ড লার্কিং এ্যাসোসিয়েশানের তরফ থেকে সকল বিশ্ববাসীর সুস্বাস্থ্য, শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭তম ''বিশ্ব হাসি দিবস'' পালনের উদ্দেশ্যে আগরতলা মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে থেকে কামান চৌমুহনী-পোষ্ট অফিস চৌমুহনী হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনী পর্যন্ত এক পদ যাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসব জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে রায়হামছা গুচ্ছ গ্রামে বিজেপি দলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ মে: ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রায়হামছা গুচ্ছগ্রাম। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এই এলাকাকে পিছিয়ে রেখেছিল। তবে বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে বলে দাবি করেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

রবিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মুঙ্গিয়া কামি আরডি ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪১ মাইল রায়হামছা গুচ্ছ গ্রামে একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক ওয়াথরাই মলসুম,খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই সভায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হাত ধরে সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন মোট ৫২টি পরিবার, যার ভোটার সংখ্যা ১৪১ জন। নতুন সদস্যদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিয়ে দলীয়ভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'বিগত সিপিআইএম শাসনকালে এই অঞ্চলের জনজাতি মানুষজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ সহ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমানে বিজেপি সরকার সেই চিত্র পাল্টে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য পরিসেবা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও জানান, এই উন্নয়নের ধারা দেখে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরাঞ্চলেও মানুষ বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছেন।

জটিলরোগে আক্রান্ত হয়েও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সন্দীপ, চিকিৎসার জন্য সরকারি সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে : জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৩৮০ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ হল সন্দীপ দাস। তার বাড়ি করাছড়িতে। বর্তমানে কমলপুর কমলেশ্বরী কালীবাড়ি পাড়া এলাকায় বসবাস করে সন্দীপ। বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে সে পড়াশোনা করছে। কিন্তু আর্থিকভাবে সন্দীপের পরিবার যথেষ্ট দুর্বল। জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তার চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন। তার বাবা ফেরিওয়ালা। বন্ধন থেকে তিনবার ঋণ নিয়ে ছেলের চিকিৎসা করেছেন। এখন অর্থের অভাবে সংসার চলছে না। সন্দীপের মা জানান, তার ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সে। বাবা স্বপন দাস কোনভাবে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলের চিকিৎসার জন্য টাকার জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছেন। সে গত একবছর যাবৎ সে মারাত্মক এক রোগে ভুগছে। তার মেরুদণ্ডের নিচে একটি টিউমার হয়েছে। গত ডিসেম্বরে তার অস্ত্রপ্রচার হয়। তারপরেও তার রোগ নির্মূল হয়নি। রোগ নিয়েই সে এইবার দাঁড়িয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। এবং সে ৩৮০ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সন্দিপের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক, এমনটাই করুন আর জে জানালেন সন্দীপের পিতা মাতা।

কৈলাসহরের রেল, বিমানবন্দর চালু ও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। কৈলাসহরের রেল, বিমানবন্দর চালু ও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করার দাবিতে ধর্মনগর- কৈলাসহর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সামিল হয়েছে কংগ্রেস। এর ফলে রাস্তার দু"ধারে বিশাল সংখ্যায় যানবাহন আটকে পরে। অল্প কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেয়।

আজ কৈলাসহর চিনি বাগান এলাকায় কৈলাশহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রায় হাজার খানের আদিবাসী কংগ্রেসদের নিয়ে এক দিনের সম্মেলন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতি কংগ্রেসদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি কৈলাশহরের বিধায়ক বিরোজিৎ সিনহা, কৈলা শহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। আদিবাসী কংগ্রেস নেতা বিব্রধর ত্রিপুরা। বীরেন্দ্র দেববর্মা, রাম বাহাদুর সিং, জয়নাল হালাম, টিংকুমা ডারলং, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস নেতা কেবল নন্দী, কংগ্রেস নেতা সৌমিত্র বিশ্বাস, সহ উপজাতি কংগ্রেস নেতারা এবং কর্মীরা।

এদিন মূলত সংবিধান বাঁচাও এই দাবি নিয়ে চিনি বাগানে প্রায় তিন ঘন্টা সভা চলে। বিধায়ক বিরজীৎ সিনহার নেতৃত্বে কৈলাশহর ধর্মনগর চিনি বাগান এলাকায় প্রায় ২০ মিনিট জাতীয় সড়কে অবরোধ করেন এবং ধর্ণা মূলত দাবি ছিল কৈলাশহর বিমানবন্দর চালু, প্রতিটি জেলার সঙ্গে কৈলাশহরে , কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু এবং অতিসত্বর এডিসি ভিলেজে নির্বাচন করা হোক।

রোটারি অন্ন যোজনা' প্রকল্পের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে পরিদর্শনে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার জেলা গভর্নর রোটারিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। আজ আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে 'রোটারি অন্ন যোজনা' প্রকল্পের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে এই মহতী উদ্যোগটি পরিদর্শনে আসেন রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার জেলা গভর্নর রোটারিয়ান সুখমিন্দর সিং, জেলা গভর্নর (নির্বাচিত) ডাঃ এলেমবাম, ভবিষ্যতের জেলা গভর্নর (২০২৭-২৮) ডাঃ ডানি, জেলা সেক্রেটারি (নির্বাচিত) রোটারিয়ান অমিত শর্মা সহ আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলা ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত বহু বিশিষ্ট রোটারিয়ান ও জেলা প্রতিনিধিগন।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা ও জিবি রোগীকল্যাণ সমিতির যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির সাফল্য দেখে অতিথিরা মুগ্ধ হন। রোগীর সঙ্গে থাকা আত্মীয়-পরিজনদের জন্য মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন পুষ্টিকর দুপুরের খাবার সরবরাহ করার এই মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ তাঁদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তাঁরা বলেন, এ ধরনের সেবামূলক প্রকল্প সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পকে আরও বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ ও আশ্বাস দেন তাঁরা।

এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ও সফলতা যেন আরও বহু মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে --- এই কামনাই সকলের।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas